রাঁচি, বুধবার

05:07:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>261 >>19 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৬১ >> << ১৯শে, আষাঢ় ১৪৩০>>

পাকিস্তানে জঙ্গি হামলায় ২ সেনা নিহত, সন্ত্রাসবাদ উর্ধ্বমুখী

বেলুচিস্তান ঃ সোমবার পাকিস্তানের কর্মকর্তারা বলেছেন, বিদ্রোহীরা দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলে একটি সামরিক কনভয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়েছে এবং একজন সেনা মেজরসহ দুই নিরাপত্তা কর্মীকে হত্যা করেছে। উত্তাল বেলুচিস্তান প্রদেশের বালোরে রাতে এই মারাত্মক হামলার ঘটনা ঘটেছে। কোনো গোষ্ঠী বেলুচিস্তানে রবিবারের মারাত্মক অতর্কিত হামলার দায় স্বীকার করেনি। ওই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি জাতিগত বালুচ বিদ্রোহী গোষ্ঠী এবং নিষিদ্ধ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান বা টিটিপি নিয়মিতভাবে নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। প্রদেশের অন্য অংশে ভারী অস্ত্রধারী জঙ্গিরা রকেট চালিত গ্রেনেড এবং অ্যাসল্ট রাইফেল দিয়ে একটি নিরাপত্তা চৌকিতে আক্রমণ করার কয়েক ঘণ্টা পরে রবিবারের আক্রমণটি ঘটে। নিরাপত্তা চৌকির হামলায় তিনজন পুলিশ কর্মকর্তা এবং একজন সৈন্য নিহত হয়। প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী যৌথভাবে শিরানি জেলায় পোস্টটি দেখভাল করছিল।

বাজার দর

SENSEX : 65479.05 +274.00
NIFTY : 19389.00 +66.45

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
32.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.39 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.07 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গৃহিণীদের অবৈতনিক কাজের স্বীকৃতি দিলো ভারতের একটি আদালত

তামিলনাড়ু ঃ ভারতের বহু গৃহিণী তাদের অবৈতনিক গৃহকর্মের জন্য স্বীকৃতি পান না। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এক আদালতের সাম্প্রতিক একটি রায়ে একজন গৃহবধূকে তার স্বামীর আয়ে অবদানকে আইনি স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এটি একটি যুগান্তকারী রায় হিসেবে সমাদৃত হয়েছে যা সংস্কারের জন্য ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। নারী অধিকার প্রবক্তারা বলছেন, এই রায়টি এমন একটি দেশে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ যেখানে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ খুব কম এবং বেশিরভাগ নারীই গৃহিণী। দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য তামিলনাড়ুতে একটি গার্হস্থ্য বিরোধের মামলায় একজন স্বামী দম্পতির মালিকানাধীন সমস্ত সম্পত্তি এবং সম্পদের মালিকানা দাবি করেছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন যে, তার উপার্জন দিয়ে কেনা হয়েছিল। ২০০৭ সালে তার মৃত্যুর পর তার সন্তানরা মামলাটি চালায়। ২১ জুন দেয়া রায়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণান রামাসামি রায় প্রদান করেন, যে নারী পরিবারের দেখাশোনা করেন সম্পত্তি এবং সম্পদে তার সমান অংশ ছিল। উক্ত নারীর আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যখন তারা বিয়ে করেছিলেন, তখন দম্পতির পারস্পরিক বোঝাপড়া ছিল যে, স্বামী বাইরে কাজ করবে, তিনি বাড়িতেই থাকবেন এবং তাদের সন্তানদের যত্ন নেবেন। আদালত বলেছে, স্বামী উপার্জনের মাধ্যমে বা স্ত্রীর দ্বারা পরিবার এবং সন্তানদের সেবা এবং দেখাশোনার মাধ্যমে যে অবদান রাখা হয়েছে এর অর্থ উভয়ই তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় যা অর্জন করেছে তার সমান অধিকারী। বিচারক বলেন, স্ত্রীর অবদানকে স্বীকৃতি দেয় এমন আইন না থাকলেও স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে আদালতকে বাধা দেয়ার মত আইনও নেই। নারী অধিকার আইনজীবী ফ্লাভিয়া আগনেস ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, এটি খুব জরুরি একটি রায় যা নারীর অবৈতনিক কাজের স্বীকৃতি দেয় এবং যেই কাজ নারীর স্বামীর অর্জিত সম্পদের অংশে রূপান্তরিত হয়।

ভাগনার বিদ্রোহের সময় পাশে থাকায় চীন ভারতকে ধন্যবাদ পুতিনের

মস্কো ঃ ভাগনার বিদ্রোহের পর প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, রাশিয়ার জনগণ এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি ঐক্যবদ্ধ। দুই সপ্তাহ আগের ওই বিদ্রোহের সময় সমর্থন দেওয়ায় চীন ও ভারতের নেতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) সম্মেলনে অংশ নিয়ে এ কথা বলেছেন পুতিন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে ভার্চ্যুয়ালি অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংও অংশ নেন।

বক্তব্যে ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা ও উসকানির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে মস্কো। তিনি বলেন, বিশ্বে নতুন একটি অর্থনৈতিক সংকটের ঝুঁকি বাড়ছে। এটা ঘটছে উন্নত দেশগুলোর অনিয়ন্ত্রিতভাবে ধারদেনা করা, বিশ্বজুড়ে বৈষম্য ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং খাদ্য ও পরিবেশ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে। এগুলোর প্রতিটি সমস্যাই জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সব মিলিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে সংঘাতের ঝুঁকি বাড়ছে। রাশিয়া নিজেকে দিয়েই এগুলো বুঝতে পারছে।

রাশিয়ার ভাড়াটে যোদ্ধাদের বাহিনী ভাগনার গ্রুপের বিদ্রোহ নিয়েও কথা বলেন ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি বলেন, 'রাশিয়ার জনগণ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন বেশি ঐক্যবদ্ধ। সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে আওয়াজ তোলার মধ্য দিয়ে রাশিয়ার পুরো রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ও সমাজ স্পষ্টত পিতৃভূমির ভাগ্যের বিষয়ে সংহতি ও উচ্চ মাত্রায় দায়িত্বশীলতা দেখিয়েছে। সাংবিধানিক শৃঙ্খলা ও নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে রাশিয়ার নেতৃত্বের নেওয়া পদক্ষেপের প্রতি এসসিওর সদস্য যেসব দেশ সমর্থন জানিয়েছে, আমার সেই সব সহকর্মীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা ব্যাপকভাবে এর প্রশংসা করছি।'

এসসিওর আঞ্চলিক সন্ত্রাস দমন কাঠামোয় সংস্কার আনার প্রস্তাব দিয়েছেন পুতিন। একই সঙ্গে দ্রুত এই গ্রুপে বেলারুশকে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বর্তমানে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার সদস্য হিসেবে আছে চীন, ভারত, কাজাখস্থান, কিরগিজস্থান, পাকিস্তান, রাশিয়া, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান। এর বাইরে বেলারুশ, মঙ্গোলিয়া ও ইরান এই সংস্থার পর্যবেক্ষক মর্যাদায় রয়েছে।

কুরআনের ঘটনার প্রতিবাদে সুইডেনে রাষ্ট্রদূত পাঠাতে বিলম্ব করেছে ইরান

তেহরান ঃ স্টকহোমের একটি মসজিদের বাইরে কোরআন পোড়ানোর প্রতিবাদের ইরান সুইডেনে নতুন রাষ্ট্রদূত পাঠানো থেকে বিরত থাকবে। রবিবার ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমিরাবদুল্লাহিয়ান একথা জানান। ইসলাম ধর্মের ঈদ-উল-আজহার ছুটির প্রথম দিন বুধবার স্টকহোমের কেন্দ্রীয় মসজিদের বাইরে এক ব্যক্তি একটি কুরআন ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলে। সুইডিশ পুলিশ ওই ব্যক্তিকে জাতিগত বা জাতীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উস্কানির জন্য পবিত্র গ্রন্থ পোড়ানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। সংবাদপত্রের এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেকে একজন ইরাকি শরণার্থী হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং এটি নিষিদ্ধ করতে চাইছিলেন। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রক বৃহস্পতিবার সুইডেনের চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্সকে তলব করেছিল। তারা বলেছে এটি সবচেয়ে পবিত্র ইসলামিক পবিত্রতার অবমাননা।

আমিরাব্দুল্লাহিয়ান রবিবার টুইটারে বলেছেন, যদিও সুইডেনে নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে, সুইডিশ সরকার পবিত্র কোরআনের অবমাননা করার অনুমতি ইস্যু করার কারণে তাদের পাঠানোর প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়েছে। যদিও সুইডিশ পুলিশ কুরআন বিরোধী বিক্ষোভের জন্য সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে, আদালত সেই সিদ্ধান্তগুলো বাতিল করেছে। আদালত বলেছে, পুলিশ বাকস্বাধীনতা লঙ্ঘন করেছে।

বুধবারের বিক্ষোভের অনুমতিপত্রে সুইডিশ পুলিশ বলেছে, যদিও এটির ফলে বিদেশী নীতি সংক্রান্ত পরিণতি থাকতে পারে, কুরআন পোড়ানোর সাথে সম্পর্কিত নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং ফলাফলগুলো এমন প্রকৃতির ছিল না যে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

মার্কিন সমর্থনই ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলায় মদদ জোগাচ্ছে

গাজা ঃ ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। তারা দখলকৃত জেনিন শহরের শরণার্থী শিবিরে ড্রোন হামলা চালিয়েছে। একইসঙ্গে চালিয়েছে বড় ধরনের সামরিক অভিযান। এ সময় কমপক্ষে ১০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার শুরু হওয়া এই অভিযানে বিপুলসংখ্যক ইসরায়েলি বাহিনী শরণার্থী শিবিরে অনুপ্রবেশ করে।

বিশ্লেষকদের অনেকেই বলছেন, বারবার ফিলিস্তিনিদের ওপর নৃশংস হামলা চালানোর পেছনে ইসরায়েলের ডানপন্থী সরকারকে সক্ষম করে তুলছে এবং উৎসাহ জোগাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের অটুট সমর্থন ও সহায়তা।

ইসরায়েলের হাজারো সেনা যখন গতকাল জেনিনের জনবহুল শরণার্থী শিবিরে অভিযান চালায়, তখন একইসঙ্গে চলে আকাশপথে একের পর এক হামলা, তখন হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এ নিয়ে সাফাই গাওয়া হয়েছে। জোর দিয়ে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের 'আত্মরক্ষার' অধিকার রয়েছে। আমার ধারণা, অতীতে যেমন ঘটতে দেখেছি, ভবিষ্যতেও একই ঘটনা আমরা বারবার দেখব। মার্কিন প্রশাসন পেছন থেকে ইসরায়েলকে সমর্থন জোগাবে। আর ইসরায়েল সরকার যা ইচ্ছা, তাই করবে ড্যানিয়েল লেভি, থিংক ট্যাংক ইউএসমিডল ইস্ট প্রজেক্টের প্রেসিডেন্ট।

এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল বলেছে, 'হামাস, ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর তৎপরতার বিপরীতে আমরা ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও নিজেদের জনগণকে রক্ষার অধিকারকে সমর্থন করি।' এ পরিস্থিতিতে বিশ্লেষকদের অনেকে বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম মূলকথা বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার রক্ষা করা। মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক রাজনীতিতেও মার্কিন প্রশাসনের অগ্রাধিকার এটা। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সবচেয়ে বড় মিত্র ইসরায়েলের নৃশংস সামরিক অভিযানের বিষয়ে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে সর্বশেষ প্রতিক্রিয়া বলে দিচ্ছে, ইসরায়েলের লাগাম টানতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইচ্ছা নেই। সেই সঙ্গে জেনিনে ইসরায়েলি অভিযান জোরদার হওয়ায় উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আলজাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গতকাল থিংক ট্যাংক ইউএসমিডল ইস্ট প্রজেক্টের প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল লেভি বলেন, 'আমার ধারণা, অতীতে যেমন ঘটতে দেখেছি, ভবিষ্যতেও একই ঘটনা আমরা বারবার দেখব। মার্কিন প্রশাসন পেছন থেকে ইসরায়েলকে সমর্থন জোগাবে। আর ইসরায়েল সরকার যা ইচ্ছা, তাই করবে।'ড্যানিয়েল লেভির মতে, ফিলিস্তিনে সংকটময় পরিস্থিতি আরও বেড়ে যাক, এটা বাইডেন প্রশাসন চায় না। তবে এসব নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে নিজেদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কোনো ঝুঁকি নিতে নারাজ ওয়াশিংটন। এ কারণেই ফিলিস্তিন পরিস্থিতি ক্রমে খারাপ হয়ে উঠেছে। ইসরায়েল যখন জেনিনের শরণার্থী শিবিরে ২০০২ সালের পর সবচেয়ে বড় সামরিক অভিযান চালাচ্ছে, ফিলিস্তিনি সাধারণ মানুষের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে, ফিলিস্তিনিদের প্রতি নিষ্ঠুর অবহেলা দেখাচ্ছে, তখন বাইডেন প্রশাসন ইসরায়েলকে দেওয়া সহায়তা অব্যাহত রেখে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে

বৈঠক লোকসভা ভোটের আগে মন্ত্রীসভার রদবদল নতুন নয়

প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীসভায় রদবদলের সম্ভাবনা, পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রের নেতামন্ত্রীদের নিয়ে জল্পনা

কলকাতা ঃ সোমবার ৩ জুলাই মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক ডেকেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক আর মন্ত্রীসভার বৈঠকের মধ্যে ফারাক রয়েছে। সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকা হয়। সেই বৈঠকে শুধু ক্যাবিনেট মন্ত্রী আর স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীরা থাকেন। কেন্দ্রের সরকারের প্রতিমন্ত্রীরা মন্ত্রীসভার বৈঠকে ডাক পান না। কিন্তু মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক হল, সমস্ত মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক। নয়াদিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বড় আলোচনা হল, এদিন ওই মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকের পরই মন্ত্রীসভার রদবদল ঘটাতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় চার জন সদস্য রয়েছেন। কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী । বনগাঁর শান্তনু ঠাকুর হলেন বন্দর ও জাহাজ প্রতিমন্ত্রী। জন বার্লা হলেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী। তিনি আলিপুরদুয়ারের সাংসদ। আর বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ সুভাষ সরকার হলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। সংবাদ সূত্রের খবর, মন্ত্রীসভার আসন্ন রদবদলে বাংলা থেকে এক বা দু'জন বাদ পড়তে পারেন। পরিবর্তে কোনও নতুন মুখ সেখানে স্থান পাবেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। সূত্রের এও খবর, এ ব্যাপারে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে এর আগে মন্ত্রী ছিলেন আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় ও রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী। কিন্তু ২০২১-এর ভোটের পর বাবুল ও দেবশ্রী মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েন। পরিবর্তে নতুন চারজনকে মন্ত্রী করা হয়। তবে এবার নিশীথ প্রামাণিকের মন্ত্রীত্ব যাওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছে। মাত্র কদিন আগেই নিশীথের নিরাপত্তা বাড়িয়ে জেড প্লাস করা হয়েছে। যা তাৎপূর্যপূর্ণ।

লোকসভা ভোটের আগে মন্ত্রীসভার রদবদল নতুন নয়। ২০২৪ সালে লোকসভা ভোট। তার আগে আর এক বছরও পুরো বাকি নেই। অতীতে অটল বিহারী বাজপেয়ীও ২০০৪ সালে লোকসভা ভোটের আগে ২০০৩ সালে মন্ত্রীসভায় বড় রদবদল করেছিলেন। প্রমোদ মহাজনের মতো হেভিওয়েট মন্ত্রীকে মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে এনে বিজেপির সংগঠনের দায়িত্বে আনা হয়েছিল তখন। এবারও সম্ভাব্য রদবদলে তেমন কিছু ঘটে যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। অর্থাৎ মন্ত্রীসভা থেকে কোনও বড় মন্ত্রীকে সংগঠনের দায়িত্বে আনা হতে পারে। সেদিক থেকে তাঁরা ভূপেন্দ্র যাদব ও ধর্মেন্দ্র প্রধানের কথা বলছেন।

পর্যবেক্ষকদের মতে, লোকসভা ভোটের আগে এহেন রদবদলে প্রশাসনিক কার্যকারিতা বিচার্য হয় না। রাজনৈতিক কারণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এ বছর তেলঙ্গানা, রাজস্থান, ছত্তীসগড়, মধ্যপ্রদেশে ভোট রয়েছে। রদবদলে সেই সব রাজ্যের অঙ্ক হয়তো মাথায় রাখা হবে। তা ছাড়া মহারাষ্ট্রে রবিবারের পরএনসিপি নেতা প্রফুল্ল প্যাটেলকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় নেওয়া হবে কিনা তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে আগ্রহ রয়েছে।

সোমবার মন্ত্রী পরিষদের এই বৈঠকের আগে গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে বৈঠক করেছিলেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা ও সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীসভার রদবদলের সম্ভাবনা নিয়ে তারপরই আলোচনা ও জল্পনায় গতি পায়।

চা সুন্দরী যোজনায় শ্রমিকরা ৪ হাজার পাকা বাড়ি পেয়েছে, বিজেপি একটিও চা বাগান খোলেনি - মুখ্যমন্ত্রী

জলপাইগুড়ি ঃ সমস্ত বন্ধ চা বাগান খুলে দেওয়া হল, চাই সুন্দরী যোজনার আওতায় শ্রমিকদের জন্য ৪ হাজার পাকা বাড়ি তৈরি করা হল। বাগানে ইজারা দেওয়া হবে।জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের চেকেন্দা ভান্ডানী ময়দানে মঙ্গলবার জনসভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী তৃণমুল সুপ্রিমো মমতা বঙ্যোপাধ্যায়।

এদিন বেলা ১২ টা ৫ মিনিট নাগাদ চেকেন্দা ভান্ডানী ময়দানের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার অবতরণ করে ।এদিনের জনসভার মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপিকে তুলোধোনা করেন মমতা।গত লোকসভা নির্বাচন ও বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে উত্তরের জেলেগুলি এবং চা বলয়ে অনেকটা ব্যাকফুটে তৃণমূল।সেজন্য চা বলয়ের উন্নয়ন নিয়ে একাধিক বার্তা গেল মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে।তিনি বলেন,আমরা সব বন্ধ চা বাগান খুলে দিয়েছি।ভাজপা বলেছিল জিতলে চা বাগান খুলবে।কিন্তু খোলেনি।চা শ্রমিক দের জন্য পাকা ঘর বানিয়ে দেব।৪০০০ এর চা সুন্দরী ঘর দিয়েছি।চা বাগানে টুরিস্ট স্পট করা যেতে পারে।তাতে বাগানের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত হবে।পাট্টা দেওয়া হবে বাগানে।হোটেল হলে,দোকান হলে ছুলেমেয়েরা কাজ পাবে।আগে জলপাইগুড়িতে কিছু ছিল না।৩৪ বছর সিপিএমের এবং ১০ বছর বিজেপির দেখছেন। জলপাইগুড়িতে সেক্রেটারিয়েট, চিড়িয়াখানা, টুরিজম সেন্টার,সার্কিট বেঞ্চ হয়েছে,নারায়নী সেনা করেছি।রাজবংশী,কামতাপুর হিন্দী,সাদরি ভাষা নিয়ে ভাবছি।বুলুচিক বরাইক বলেছি।এশিয়ান হাইওয়ে ২ কাজ হয়েছে অনেকাংশ। বাংলাদেশ নেপাল ভূটান আলিপুরদুয়ার,জলপাইগুড়ি। দুয়ারে সরকারে বা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে নাম লেখাবেন।নিয়ম পরিবর্তন করে ২৫ থেকে ৬০ সবাই লক্ষ্মীর ভান্ডার পাবে।৬০ বছর হয়ে গেলে সারা জীবন ১০০০ টাকা করে পাবেন। কোন প্রকল্পের সুবিধা পেতে কাউকে এক পয়সা দেবেন না। সব ধর্মের জন্য কাজ করছি করব।সাদ্রী ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেনওহে নন্দলাল ১২০০ টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনা পয়সার চাল।

উত্তর দিনাজপুরে টিকিট না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান

উত্তর দিনাজপুর ঃ কালিয়াগঞ্জ ব্লকের মালগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান নীলিমা রায় ২১ নং পঞ্চায়েত সমিতির আসনের জন্য তৃণমূলের হয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিকেন।কিন্তু তার বদলে তার টিকিট অন্য একজনকে দল দিয়ে দেয়।এই বিষয়ে দল তার সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ করেনি।তৃণমূলের হয়ে মনোনয়ন পত্র দেওয়ার পড়েও দল তাকে টিকিট না দেওয়ায় তিনি নির্দল প্রার্থী হয়ে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে নির্বাচনে লড়ছে।পাশাপাশি তার স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মালগাঁও অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি। তার স্ত্রী নীলিমা রায়কে দলের টিকিট না দেওয়ায় তৃণমূলে থাকলেও তার পদ ত্যাগ করেছে বলে জানান।আর তার স্ত্রী তথা মালগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নীলিমা রায় নির্দল প্রার্থী হয়ে দাড়িয়েছেন। আর ভোট দিন এগিয়ে আসায় গনদেবতার কাছে ভোট ভিক্ষা করতে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন বিগত দিনের উন্নয়নকে হাতিয়ার করে।নীলিমা দেবী বলেন যেভাবে ভোট প্রচারে গিয়ে সারা পাচ্ছেন তাতে তিনি আসা বাদি মানুষ তাকে আশির্বাদ দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে অসুস্থ মহিলাকে নিজের গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন ক্রান্তি থানার ওসি

জলপাইগুড়ি ঃ মানবিক রূপ দেখা গেল ভান্ডারী মাঠে ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ির । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় এসে হটাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এক মহিলা । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভা উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন এক ডঃ বাবু। তিনি প্রাথমিক ভাবে দেখার পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।সাথে সাথে ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি মনসুর উদ্দিন বাবু নিজে গাড়িতে করে অসুস্থ মহিলারকে এবং সেই মহিলার পরিবারের লোকদের সাথে নিয়ে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান হাসপাতালে । পরবর্তী সময়ে জানা যায় মহিলা বর্তমানে সুস্থ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভাস্তালের উপস্থিত লোকজনেরা ক্রান্তি ফাঁড়ি ওসি মনসুর উদ্দিন বাবু মানবিক রূপের ভুয়সী প্রসংশা করলেন।

মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়িতে থাকাকালীন ভোট প্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত তৃণমূল প্রার্থী, হামলার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

জলপাইগুড়ি ঃ মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়ি জেলা সফরে থাকাকালীন ভোট প্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত তৃণমূল প্রার্থী। অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫১৬১ নম্বর অংশে। জানা গিয়েছে, এদিন রাতে তৃণমূল প্রার্থী মৃণাল রায় কার্জী বেশ কয়েকজন কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এলাকায় ভোট প্রচারে বের হয়। তৃণমূলের অভিযোগ, সে সময় তৃণমূল প্রার্থীসহ তৃণমূল কর্মীদের উপর আচমকা চড়াও হয়ে আক্রমণ চালায় বিজেপি আস্তৃত দুস্কৃতীরা। এই অংশ বরাবরই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত,আর সেখানেই আক্রান্ত তৃণমূল প্রার্থী ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। তড়িঘড়ি দলীয়কর্মীরা আক্রান্ত প্রার্থী ও তৃণমূল কর্মীদের চিকিৎসার জন্য ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তারা সকলে ধূপগুড়ি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।তৃণমূল প্রার্থী মৃণাল রায় কার্জী জানিয়েছেন, দলীয় কর্মীদের নিয়ে আমি প্রচার করতে যাই ,সে সময় আচমকা এক বাড়িতে এসে বিজেপির লোকজন মারধর করে। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আরো পাঁচজন কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। আমরা পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হব।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। ধূপগুড়ি পশ্চিম মন্ডলের বিজেপি সভাপতি কমলেশ সিংহ রায় জানিয়েছেন,ওই বুথে তৃণমূলের যা অবস্থা জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। তাই প্রচারে থাকার জন্য কিছু মানুষকে মদ্যপ অবস্থায় নামিয়েছেন ,যাতে মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা যায়। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করে এবং বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। তৃণমূলের পায়ের তলার সরে গিয়েছে বারোঘরিয়া অঞ্চল বিজেপি দখল করবে।

বিজেপি পশ্চিম মন্ডল সভাপতি কমলেশ সিংহ রায় আরো দাবি,তৃণমূল প্রচারে থাকার জন্য কিছু মানুষকে মদ্যপ অবস্থায় এলাকায় নামিয়ে দিয়েছে।সাধারন মানুষকে ভয় ভীতি দেখিয়ে ভোট আদায়ের চেষ্টা করছে।সাধারন মানুষ তার প্রতিবাদ করেন।আমাদের দুইজন বিজেপি সর্মথককে ধাক্কাধাক্কি করে বলে পাল্টা অভিযোগ বিজেপির।

আলিপুরদুয়ারের চা বাগানে খাঁচায় বন্দী চিতাবাঘ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মানুষ

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের আটিয়াবাড়ি চা বাগানে বনদফতরের পাতা খাঁচায় খাঁচাবন্দী হল একটি লেপার্ড ।মঙ্গলবার ভোর সকালে চা বাগানের ১৪ নং সেকসনে বনদফতরের পাতা খাঁচায় খাঁচাবন্দী লেপার্ডটিকে দেখতে পেরে এলাকার বাসিন্দারা বনদফতরে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের নিমতি রেঞ্জের বনকর্মীরা পৌছে খাঁচাবন্দী লেপার্ডটিকে উদ্ধার করে । এই বিষয়ে উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন ধরে লেপার্ডের আতঙ্ক চলছে আটিয়াবাড়ি চা বাগানে । এখন ওবধি লেপার্ডের হানায় বেশ কয়েকজন শ্রমিক জখম হয়েছে। অবশেষে লেপার্ড খাঁচাবন্দী হ ওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে বাগানের শ্রমিকদের থেকে শুরু করে গ্রামবাসীরা। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প বনকর্মীরা লেপার্ডটিকে উদ্ধার করে রাজাভাতখাওয়া নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক পরীক্ষা করার পর লেপার্ড টিকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হলো বলে জানিয়েছেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরা।

জাল আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং পাসপোর্ট তৈরির অভিযোগে শিলিগুড়িতে গ্রেফতার নেপালি নাগরিক

শিলিগুড়ি ঃ ভুয়ো ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ল নেপালের এক যুবক। সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার ডিআইবি দপ্তরে। ধৃতের নাম গোপাল খরকা (৩৪)। সে নেপালের ঝাপা জেলার মেচি নগরের বাসিন্দা বলে জানা গেছে ।

গোপাল খরকা ভারতীয় ভোটার কার্ড, আধার সহ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছিলেন। সেই মতো গতকাল নকশালবাড়ি থানায় পাসপোর্টের যাবতীয় নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য আসেন তিনি। কিন্তু ডিআইবি দপ্তরের আধিকারিকদের তার নথিপত্র নিয়ে সন্দেহ হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আসল তথ্য বেরিয়ে আসে। তার কাছ থেকে নেপালের পরিচয় পত্র এবং পাসপোর্ট উদ্ধার হয়।

শিলিগুড়ি মহাকুমা এলাকার নকশালবাড়ির ফাকনাজোতের এক আদিবাসী দম্পতিকে বাবামা বানিয়ে দালাল এর মাধ্যমে সে বছর দুয়েক আগে ভোটার ও আধার কার্ড বানিয়ে ফেলে। তারপর নেহাল রাউতিয়া নামে ভারতীয় পাসপোর্টের জন্য আবেদন করে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না । ডিআইবি দপ্তরে নথিপত্র যাচাই করতে এসে ধরা পড়ে যায় গোপাল। তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নকশালবাড়ির ডিআইও (ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স অফিসার)। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্তের কী উদ্দেশ্য ছিল, তা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

হাতির আক্রমণে জখম হলেন এক ব্যক্তি

শিলিগুড়ি ঃ হাতির আক্রমণে জখম হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ি ব্লকের রানীগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মঞ্জয় জোতে।জখম ব্যক্তির নাম পরিমল সিংহ(৪০)। তিনি দুলাল জোতের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে জমিতে কাজ করতে গিয়ে বুনো হাতির মুখে পড়েন তিনি।স্থানীয়রা চিৎকার শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে জখম ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বাতাসী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান খড়িবাড়ি থানার পুলিশ সহ টুকরিয়াঝাড় বনদপ্তরের কর্মীরা।

তৃণমূল সমর্থকদের গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির

উত্তর দিনাজপুর ঃরাতের আঁধারে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার অন্তর্গত নিজামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে গ্রামে হঠাৎ লোডশেডিং হয়। সকালে কলোনীর লোকজন দেখেন, বিদ্যুতের তার কেটে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকার সবাই তৃণমূল সমর্থক, তাই বিজেপি কর্মীরা এমন কাজ করছে। শুধু তাই নয়, নির্বাচনের সময় এ ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে বলে অভিযোগ করেছেন কলোনির লোকজন। বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা পথিমধ্যে উপনিবেশিকদের ভয়ভীতি ও হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

জেলা শাসকের হস্তক্ষেপের পরেও কাটেনি ময়না তদন্ত নিয়ে জটিলতা, মৃতদেহ নিয়ে বাড়তি ৫০কিলোমিটার ছুটতে হচ্ছে নিকট আত্মীয়দের

জলপাইগুড়ি ঃ জেলা শাসকের হস্তক্ষেপের পরেও কাটেনি ময়না তদন্ত নিয়ে জটিলতা, মৃতদেহ নিয়ে বাড়তি ৫০কিলোমিটার ছুটতে হচ্ছে নিকট আত্মীয়দের। সোমবার সন্ধ্যার পর থেকে ময়না তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক এবং কর্মীরা। উল্লেখ্য, দু হাজার আঠারো সাল থেকে জলপাইগুড়ি পুলিশ মর্গে জমা বেওয়ারিশ লাশের পাহাড়, পচন ধরা মানবদেহ গুলো কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে ম্যাগট পোকা, যার ফলে দুর্গন্ধে টেকা দায় মর্গ চত্বরে। এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কোনো ভাবেই ময়না তদন্তের কাজ করা সম্ভব নয় বলে সোমবারই জানিয়ে দিয়ে ছিলেন বিভাগীয় চিকিৎসক। সাধারণ মানুষের হয়রানী নিয়ে খবর হতেই টনক নড়ে ওঠেছিলো জেলা প্রশাসনের, খোদ জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা জানিয়ে ছিলেন প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেওয়ার। তবে মঙ্গলবারেও বদালো না জলপাইগুড়ি মর্গের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। যার ফলে জেলা তথা পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে আসা ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহ পুলিশের পক্ষ থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে পঞ্চাশ কিলোমিটার দুরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে, আর এতেই মাথায় আকাশ ভেঙে পরেছে অস্বাভাবিক মৃত্য হওয়া ব্যাক্তির আত্মীয় স্বজনদের ওপর। পার্শ্ববর্তী জেলা কোচবিহারের হলদিবাড়ি মহকুমা থেকে আসা এক ভূক্তভুগি জানান, পুলিস বলছে বডি এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে, আমাদের কাছে টাকা পয়সা ও নেই কি করে যে কি করবো সেটাই বুঝতে পারছি না। মর্গ থেকে ছড়িয়ে পরা দুর্গন্ধে যে শুধু মাত্র জেরবার চিকিৎসক কর্মীরা তাই নয় এলাকার ব্যাবসায়ী বিপুল দাস জানান, এই মর্গের দুর্গন্ধে এলাকায় টেকা যায় না, পেটের দায়ে এই অবস্থার মধ্যেই থেকেই ব্যাবসা করতে হচ্ছে। নিকট আত্মীয়ের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করাতে আসা সহরফ আলীর মুখেও শোনা গেলো একই দুর্দশার কথা, তিনি বলেন এই হাসপাতালে পোস্ট মর্টেম হবে না বলে দিলো, পুলিশ বলছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নিয়ে যেতে হবে মৃতদেহ। ঘটনার কথা স্বীকার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অ্যাডিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তার সুরজিৎ সেন জানান, ক্যাপাসিটরের ওপর মৃতদেহ জলপাইগুড়ি মর্গে রয়েছে। শতাধিক মৃতদেহ মর্গে জমে রয়েছে। যেহেতু পুলিশ মর্গ পুলিশকে জানানো হয়েছে। বাধ্য হয়ে মৃতদেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হচ্ছে।

ফুলবাড়ী থেকে দেশি আগ্নেয়াস্ত্র সহ একটি তাজা কার্তুজ সহ একজন গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ ফুলবাড়ি থেকে উদ্ধার হল একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র সহ একটি তাজা কার্তুজ।গ্রেফতার করা হয় শংকর অধিকারী নামে এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে।ধৃতের বাড়ি চোপড়ার কাঁচাকলি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে ফুলবাড়ী ব্যারেজ এলাকায় গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কুখ্যাত শংকর অধিকারী কে দেশি পিস্তল ও একটি কার্তুজ সহ হাতেনাতে গ্রেফতার করে এন জে পি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃত ব্যক্তি এর আগেও বহুবার আগ্নেয়াস্ত্র ও সকেট বোম সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল। তবে কি উদ্দেশ্যে দেশী আগ্নেয়াস্ত্রটি আনা হয়েছিল, তা জানতে জলপাইগুড়ি আদালতের কাছে ৭ দিনের পুলিশি রিমান্ডের আবেদন জানাবে এনজেপি থানার পুলিশ।তবে পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রাক্কালে এমন আগ্নেয়াস্ত উদ্ধার কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে পুলিশ মহল।।

তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় নতুন তথ্য তুলে ধরলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক

কোচবিহার ঃ গতকাল দিনহাটার গিতালদহ জারি ধরলা এলাকায় তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় নতুন তথ্য তুলে ধরলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। আজ কোচবিহার জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, গতকাল জারি ধরলায় যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তিনি একজন international ক্রিমিনাল। তার যেমন ভারতের নাগরিকত্ব রয়েছে একই সঙ্গে ওই ব্যক্তির বাংলাদেশেরও নাগরিকত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, ওই মৃত ব্যক্তির বাবা এবং স্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক।বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনায় বাংলাদেশের বিজিবি এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি। সেই ব্যক্তিকে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের কর্মী হিসেবে দাবি করছে এবং বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ওই ব্যক্তির ভারতবর্ষের আধার কার্ড এবং বাংলাদেশের ভোটার কার্ডের ছবিও তুলে ধরেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষের আধার কার্ডে তার নাম রয়েছে বাবু রহমান এবং বাংলাদেশের ভোটার কার্ডে তার নাম রয়েছে মোঃ আব্দুর রহমান। একই সঙ্গে বাংলাদেশে বিজিবির দ্বারা যখন ওই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয় সেই সময়কার তার জবানবন্দীর ভিডিও তিনি প্রকাশ করেন। তিনি কোচবিহার পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন প্রথমে পুলিশ বয়ান দেন বাংলাদেশ থেকে দুষ্কৃতীরা এসে এই হামলা চালিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী দেখা যায় পুলিশ সুপার বক্তব্য দেন বিজেপি হামলা চালিয়েছে। পুলিশ সুপারের এই বক্তব্য নিয়ে তিনি পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

৪০ টি হারানো মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিলো পুলিশ

জলপাইগুড়ি ঃ প্রায় সময় মোবাইল চুরি বা হারানোর ঘটনা ঘটেই চলছে।নিউ জলপাইগুড়ি থানায় মোবাইল চুরি সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়তেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অবশেষে এক মাসের মধ্যে প্রায় ৪০ টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলো পুলিশ।এদিকে হারানো মোবাইল ফিরে পেয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সকলেই।

বিজেপি ও তৃণমূলের প্রার্থীর ব্যানার ও ফেস্টুন ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

কোচবিহার ঃ রাতের অন্ধকারে বিজেপি প্রার্থীর ব্যানার ছেড়ার অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে। অপরদিকে তৃণমূলের ব্যানার ফ্ল্যাগ ছেরার অভিযোগ উঠলো বিজেপির দিকে। তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের অন্দোরান ফুলবাড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে নয়নেশ্বরী এলাকার ঘটনা। বিজেপির অভিযোগ রাতের অন্ধকারে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা নয়নেশ্বরী এলাকার ৯৯৩ ও ৯৯৪ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থীদের যে ব্যানার দেওয়া হয়েছে সেই ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে। আজ সকালে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বরা দেখতে পারেন ব্যানার ছেরা অবস্থায় রয়েছে। এরপরই এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে বিজেপি নেতৃত্বরা। যদিও তৃণমূলের দিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের। তৃণমূলের দাবি এটা ওদের নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ওরাই রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের ব্যানার ও পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে এ বিষয়ে তারা তুফানগঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানা যায়।

শালুগাড়া আর্মি ক্যাম্পে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণ

শিলিগুড়ি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে উত্তরবঙ্গে এসেছেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সোমবার কোচবিহারের পর মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তির চেকেন্দা ভান্ডানি ময়দানে জনসভা করেন তিনি।জনসভা শেষে কাপ্টারে বাগডোগরা বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি।ডুয়ার্স থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে ফেলবার সময় প্রবল দুর্যোগের কারণে জরুরী অবতরণ করতে হয় মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারকে।শালুগাড়া সেনা ছাউনিতে এমার্জেন্সি অবতরণ করে মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টার।সেখান থেকে সড়কপথে বাগডোগরা বিমানবন্দরে উদ্দেশ্যে রওনা হন মুখ্যমন্ত্রী।

এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন নতুন পেনশন স্কিম বাতিল এবং রেলওয়ের বেসরকারীকরণের দাবির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে

শিলিগুড়ি ঃ এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন রেলের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, নতুন পেনশন প্রকল্প বাতিলের দাবিতে। মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুনীন্দ্র সাইকিয়া একথা জানান। মঙ্গলবার বিকেলে নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুনীন্দ্র সাইকিয়া বলেন, নতুন পেনশন প্রকল্পের কারণে রেলকর্মীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাদের ভবিষ্যতের কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ ছাড়া রেলের বেসরকারিকরণের ফলে শুধু কর্মচারীরাই নয়, রেল যাত্রীদেরও নানা সমস্যায় পড়তে হবে। এ কারণে তারা তাদের দাবি নিয়ে আংেদালন শুরু করেছে। তারা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করবে। আজ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তার আন্দোলন শুরু হয়।

পুলিশের উর্দি খুলবে জনগণ বিস্ফোরক কংগ্রেস নেতা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) রক্তপাতহীন সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে মঙ্গলবার সিউড়ি শহরে মিছিল করে সিউড়ি শহর জাতীয় কংগ্রেস । বাসস্ট্যান্ডে প্রতীকি পথ অবরোধ করা হয় । পথসভায় বীরভূম জেলা কংগ্রেস কার্যকরী সভাপতি চঞ্চল চ্যাটাজী বলেন, আমরা আগামী আটই জুলাই রক্তপাতহীন সুষ্ঠু নির্বাচন চাই । নির্বাচন কমিশনার গোবর গনেশ । আমার কাছে খবর আছে এই জেলায় আটশো থেকে হাজার পুলিশের পোশাক তৈরি করা হচ্ছে । ভোটের দিন সেগুলো সিভিক ভলেিটয়ারদের পরিয়ে বুথে ঢুকিয়ে ভোট লুঠ করাবে কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস তা হতে দেবে না । সুষ্ঠু ভোট হলে জামানত জব্দ হয়ে তৃণমূল হারিয়ে যাবে । নকুলদানার প্রবক্তা এখন তিহারে । ভোটারদের তৃনমূল হুমকি দিচ্ছে ভোট না দিলে ভাতা বন্ধ করে দেবো । ভাতা দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার । কিছু ওসি কংগ্রেস ব্লক সভাপতিদের ভোটের পর দেখে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে সেইসব ওসিদের আমি চ্যালেজ করে বলছি ক্ষমতা থাকলে ব্লক সভাপতিদের গায়ে হাত দিয়ে দেখান আপনার উর্দিটা খুলে নেবে জনগণ । জেলাশাসক,পুলিশ সুপার,নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি । আর কয়েকমাস পর লোকসভা নির্বাচন তখন সেটা নিয়ন্ত্রণ করবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন । সাংবাদিকদের জেলা কংগ্রেস কার্যকরী সভাপতি চঞ্চল চ্যাটাজী বলেন, আমাদের প্রার্থী কর্মীদের প্রচারে বাধা দিচ্ছে শাসাচছে ভয় দেখাচ্ছে তৃনমূল তাতে সাহায্য করছে পুলিশ তার প্রতিবাদে আমরা সিউড়িতে প্রতীকি পথ অবরোধ করলাম । কাজ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে জাতীয় কংগ্রেস । পুলিশের উর্দি খোলার প্রসঙ্গে চঞ্চল চ্যাটাজী বলেন, পুলিশ যেভাবে জনগনকে অত্যাচার করছে এমন একদিন যেদিন জনগণ বাধ্য হয়ে আইন হাতে তুলে নেবো । সেইসব জনগণের কথা বলেছি । আমরা আইন হাতে তুলে নেওয়ার কথা বলি নি । সিউড়ি দুইনং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তথা বীরভূম জেলা পরিষদের ঊনত্রিশনং আসনে কংগ্রেস প্রার্থী শেখ ইসরাফিল উপস্থিত ছিলেন ।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রনক্ষেত্র ডুমুরগ্রাম

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) সোমবার রাতে মুরারই এক নং ব্লকের ডুমুরগ্রামে প্রাক্তন প্রধান কাজী আসরাফুল নবাব এবং তৃনমূল নেতা টনিক শেখের অনুগামীদের মধ্যে মারামারি ইটবৃষ্টিতে রনক্ষেত্র হয়ে উঠে এলাকা । জখম হয় তিনজন । নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুর করা হয় । জখমরা রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । দুইপক্ষের দশজনকে আটক করেছে মুরারই থানার পুলিশ ।

রাতভর শহর দাপিয়ে বেড়াল বিশাল আকার মাকনা হাতি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটে

জলপাইগুড়ি ঃ রাতভর শহর দাপিয়ে বেড়ালো দুটি মাকনা হাতি। আতঙ্কে ঘুম উড়লো শহরবাসীর। জানা গেছে, গভীর রাতে দুটি হাতি বানারহাট হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ঢুকে পড়ে। পরবর্তীতে এদের মধ্যে একটি হাতি চামুর্চী মোড় হয়ে রেলগেট পেরিয়ে বানারহাট বাজারে চলে আসে। হাতিটি বানারহাট বাজারে কিচ্ছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর সেটি বাজারে এক ওষুধের দোকানের পাশের রাস্তা ধরে তরুণ সংঘ ক্লাবের দিকে ঢুকে যায়। কলোনীতে হাতি ঢোকার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এর পর হাতিটিকে বানারহাট আদর্শপল্লীর ১ নম্বর কলোনীতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। হাতি দেখতে রাস্তায় বেরোনো কয়েকজনকে হাতিটি তাঁড়াও করে। খবর পেয়ে বনদপ্তরের বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়ার্ডের আধিকারিক ও কর্মীরা বানারহাটে ছুটে আসেন। বনকর্মীদের গাড়ির সাইরেন এর আওয়াজ শুনেই হাতিটি একটি বাড়ির গেট ও সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে এক দৌরে চা বাগানে ঢুকে পড়ে। এর পরই হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হাতির হানায় সামান্য কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বনকর্মীরা লোকালয় সংলগ্ন চা বাগান থেকে হাতিটিকে তাড়িয়ে জঙ্গলে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করছেন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

এসসিও শীর্ষবৈঠকে সন্ত্রাস নিয়ে মোদীর তোপ, শরীফের জবাব

নয়া দিল্লিঃ এসসিও শীর্ষবৈঠকে যোগ দিলেন মোদী, পুটিন, শি জিনপিং, শাহবাজ শরীফরা। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তানকে মোদীর তোপ। জবাব শরীফের।

এসসিও মানে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন। ভারত এবার এসসিওর চেয়ারম্যান। এই বৈঠক এবার বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে বেশ কয়েকটি কারণে। ওয়াগনার বিদ্রোহের পর প্রথমবার এই ধরনের বৈঠকে যোগ দিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুটিন। বৈঠকে ছিলেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফও যোগ দিয়েছেন। বেলারুশ এতদিন পর্যবেক্ষক দেশ হিসাবে ছিল। এবার তারা এসসিওর সদস্য হচ্ছে।

আর মার্কিন সফরের পর নরেন্দ্র মোদী এবার এমন একটা বৈঠকের সভাপতিত্ব করছেন, যেখানে চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, কিরঘিজস্তান, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তানের শীর্ষনেতারা ছিলেন। এছাড়া পর্যবেক্ষক দেশ হিসাবে ইরান, বেলারুশ, মঙ্গোলিয়ার শীর্ষনেতারাও ছিলেন। সেই বৈঠকেই সন্ত্রাসবাদ নিয়ে নরেন্দ্র মোদী ও শাহবাজ শরীফ নাম না করে একে অন্যকে আক্রমণ করলেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন, ''এই বৈঠকের থিম হলো সিকিওর। এস মানে সিকিউরিটি বা সুরক্ষা, ই মানে ইকনমিক ডেভলাপমেন্ট বা আর্থিক উন্নয়ন, সি মানে কানেকটিভিটি বা যোগাযোগ, ইউ মানে ইউনিটি বা ঐক্য. আর হলো রেসপেক্ট বা সম্মান(এখানে সার্বভৌমত্বর প্রতি সম্মান) এবং ইর অর্থ এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশ। বৈঠকের পাঁচ স্তম্ভ হলো স্টার্ট আপ, ঐতিহ্যবাহী ওষুধ, যুবদের ক্ষমতা দেয়া, সবাইকে ডিজিটাল ব্যবস্থার মধ্যে

নিয়ে আসা এবং বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দেয়া।''

পাকিস্তানের নাম না করে মোদী বলেছেন, ''কিছু দেশ তো সীমান্তপারের সন্ত্রাসকে তাদের নীতি হিসাবে নেয়। এসসিওর উচিত এই ধরনের দেশের সমালোচনা করা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু দেশ সন্ত্রাসবাদকে আশ্রয় দিচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দিচ্ছে।''

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফও সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন, ''স্পষ্ট ও দ্বিধাহীনভাবে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করতে হবে। কোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদ বরদাস্ত করা যাবে না। এসসিও দেশগুলি তাদের অঞ্চলে শান্তি ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে।''

শরীফ বলেছেন, ''সন্ত্রাসবাদ হলো বহু মাথাওয়ালা দানব। সর্বশক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কূটনৈতিক লাভের জন্য সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গ তোলার লোভ ছাড়তে হবে। নিজের দেশে একা ও দেশের বাইরে সম্মিলিতভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।'' তিনি আরো বলেছেন, ''ঘরোয়া রাজনৈতিক লাভের জন্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়।'' এবাবেই নাম না করে মোদীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন শরীফ।

আফগানিস্তান নিয়ে তিনি বলেছেন, অন্তর্বর্তী আফগান সরকারের সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা জরুরি।''

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুটিন বলেছেন, তিনি পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করে যাবেন। তার দাবি, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে রাশিয়া আরো শক্তিশালী হয়েছে। তিনি বলেছেন, এসসিওর দেশগুলির সঙ্গে তাদের দেশের মুদ্রায় বাণিজ্য করার ফলে নিষেধাজ্ঞার ধার কমে গেছে।

রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার জন্য এসসিও দেশগুলিকে ধন্যবাদ জানান পুটিন।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন, ''আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দাদাগিরি ও ক্ষমতার রাজনীতির বিরোধিতা করার ফলে বিশ্ব এখন অনেক বেশি ন্যায়সঙ্গত হয়েছে। বিশ্বে সব দেশের জন্য সমানাধিকার, সমান সুযোগ এবং ন্যায়সঙ্গত নিয়মকানুন প্রয়োজন।''

তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে রপ্তানি আয় বাড়লেও তা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম। আর রপ্তানি আয় মূলত ধরে রেখেছে তৈরি পোশাক খাত। এই খাতে রপ্তানি আয় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.২৭ শতাংশ। বিদায়ী অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের ৮৪. ৫৭ ভাগই এসেছে পোশাক খাত থেকে। নানা সংকটের মধ্যেও পোশাক খাতের এই রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশকে আশার আলো দেখাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ইউক্রেন-রশিয়ার যুদ্ধের কারণে পোশাক রপ্তানি কমে গেলেও বাংলাদেশি পোশাকের নতুন বাজার তৈরি হয়েছে। ওইসব বাজারে ৩৫ শতাংশ বেশি রপ্তানি হয়েছে তৈরি পোশাক। বাংলাদেশে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো পাঁচ হাজার ৮০০ কোটি ডলার। রপ্তানি হয়েছে পাঁচ হাজার ৫৫৬ কোটি ডলারের পণ্য। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রপ্তানি কম হয়েছে ৪.২১ শতাংশ । কিন্তু রপ্তানি বেড়েছে ৬.৬৭ শতাংশ। বিদায়ী অর্থ বছরের রপ্তানির পরিমাণ বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছিলো পাঁচ হাজার ২২৮ কোটি টাকার পণ্য। যা তার আগের বছরের তুলনায় ৩৪.৩৮ শতাংশ বেশি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হিসাবে শুধু গত জুনে ৫০৩ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। যা গত বছরের জুনের তুলনায় ২.৫১ শতাংশ বেশি। ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ডলার ও রিজার্ভ সংকটের কারণে গত অর্থবছরে পুরোটা সময়ই অর্থনীতিই চাপের মুখে ছিল। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মূল দুই উৎস প্রবাসী আয় ও পণ্য রপ্তানি। দুটি উৎস থেকেই গত বছরের শেষ দিকে বৈদেশিক মুদ্রা আসা কিছুটা কমে গেলেও পরে আবার তা ঘুরে দাঁড়ায়। ইপিবির তথ্যে দেখা যায়, বিদায়ি অর্থবছরে তৈরি পোশাক, প্লাস্টিক পণ্য ও চামড়াবিহীন জুতার রপ্তানি বেড়েছে। অন্যদিকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল ও প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি কমেছে। রপ্তানি আয় ধরে রেখেছে মূলত তৈরি পোশাক। বিদায়ী অর্থবছরে চার হাজার ৬৯৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। যা ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ১০.২৭ শতাংশ বেশি। তৈরি পোশাকের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি হয়েছে ১২২ কোটি ডলারের। তবে এক্ষেত্রে রপ্তানি কমেছে ১.৭৫ শতাংশ। ফুটওয়্যারে ৬.৬১ শতাংশ, ম্যান মেইড ফাইবারে ৪২.৯৮ শতাংশ, প্ল্যাস্টিক পণ্যে ২৬.২৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। পাটজাত পণ্যে ১৯.১ শতাংশ, কৃষি পণ্যে ২৭.৪৭ ও হিমায়িত মাছে ২০.৭৬ শতাংশ রপ্তানি কমেছে। বিদায়ী অর্থবছর শেষে বৈধ পথে রেমিট্যান্স এসেছে দুই হাজার ১৬১ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রবাসী আয় বেড়েছে তিন শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবাসী আয় কমেছিল ১৫.২ শতাংশ। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। ফলে ওইসব দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি মো. শহীদুল্লাহ আজিম বলেন, ''ইউক্রেন-রশিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমরা বসে থাকিনি। আমরা পোশাক রপ্তানির জন্য তৃতীয় দেশ খুঁজছিলাম। অস্ট্রেলিয়ার বাজারে আমাদের এক বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। এরপর ভারত, জাপান, কোরিয়া, ল্যাটিন অ্যামেরিকার দেশগুলোতে আমাদের রপ্তানি বেড়েছে। আমাদের কনভেনশনাল মার্কেট

ইউরোপ অ্যামেরিকায় যে রপ্তানি কমেছে সেটা আমরা নতুন মার্কেট দিয়ে মেকআপ করেছি। আরেকটি বিষয় হল আমাদের রপ্তানির পরিমাণ হয়তো বাড়েনি, কিন্তু রপ্তানি আয় বেড়েছে। তার কারণ হলো, কাঁচামালের দাম বেড়েছে, ফ্রেইট কস্ট বেড়েছে, ইউটিলিটি খরচ বেড়েছে। সব মিলিয়ে আমাদের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বেড়েছে, রপ্তানির পরিমাণ হয়তো বাড়েনি।'' পোশাক প্রস্তুতকারকরা আরো নতুন বাজার খুঁজছেন এবং নতুন ধনের পোশাকের কথাও চিন্তা করছেন। তিনি জানান, ''ম্যান মেইড ফাইবারে চাহিদা বাড়ছে এবং এতে ভ্যালু অ্যাডিশনও বেশি হয়। আমি যদি কটন টি শার্ট বানাই তা বেঁচতে পারি দেড় ডলার। কিন্তু ম্যান মেইড ফাইবার দিয়ে বানালে পাঁচছয় ডলারে বিক্রি করতে পরব। উৎপাদনের সময় একই। এটার চাহিদা বাড়ার কারণ হলো এগুলো ইস্ত্রি করতে হয় না। একবার ধুয়ে চারপাঁচদিন পরা যায়। আমরা ম্যান মেইড ফাইবারের পোশাকের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি। নতুন কারখানাও লাগবে। আর মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে সৌদি আরব এবং ওই এলাকার দেশগুলোতে আমাদের তৈরি পোশাকের বড় একটি সম্ভাবনাময় বাজার আছে। সেটাও আমরা ধরার চেষ্টা করছি। তাদের পোষাকগুলো এক্সপেনসিভ, লম্বা জোব্বা টাইপের। এই বাজার যদি আমরা ধরতে পারি তাহলে এখান থেকে পোশাক রপ্তানির ভালো একটি অংশ আসবে। আমরা চেষ্টা করছি।'' তিনি জানান, বিদায়ী অর্থ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ১১ শতাংশ এবং ইউরোপের দেশগুলোতে গড়ে ৭.৫ ভাগ পোশাক রপ্তানি কমেছে। বিজিএমইএ সূত্রে জানাগেছে এই সময়ে নতুন মার্কেটে পোশাক রপ্তানি ৩৫ ভাগ বেড়েছে। নতুন বাজারের মধ্যে আরো আছে রাশিয়া,চীন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, মেক্সিকো ও চিলিসহ আরো কিছু দেশ। সিপিডির গবেষণা পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম মনে করেন, ''সার্বিক বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে চীন থেকে তৈরি পোশাকের অর্ডার এবং বিনিয়োগ দুইটিই রিলোকেট হচ্ছে। তার একটি সুবিধা বাংলাদেশ পাচ্ছে। ধারণা করি চীনের সাথে ইংেদামার্কিন সম্পর্কের টানাপোড়েনে অনেকে সেখান থেকে বিনিয়োগ সরিয়ে নিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে বিনিয়োগের সাহস পাচ্ছে না। এই সুবিধা ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের জন্য থাকবে। তৈরি পোশাকের রপ্তানি বাড়বে। আর এই সুবিধা বাংলাদেশ অন্যান্য খাতেও নিতে পারে। বিদেশি বিনিয়োগ বাংলাদেশেও আনা সম্ভব।'' তার কথা, ''আমরা বৃহৎ এবং মিডিয়াম রেঞ্জের প্রডাক্টের সুবিধা পাচ্ছি। কিন্তু চীন থেকে পোশাক খাতের যে হাইভ্যালু প্রডাক্ট সরে যাচ্ছে তার সুবিধা নিতে পারছি না। আমরা যদি কটন বেইজড প্রডাক্টের পাশাপাশি সিনথেটিক, পলিয়েস্টার, ম্যান মেইড ফাইবারের পণ্য বাড়াতে পারি তাহলে লাভবান হবো। পাশাপাশি হাইভ্যালু পণ্য যা অটোমেটেড মেশিনে উৎপাদন হয় সেদিকেও আমাদের যাওয়া প্রয়োজন। এতে আমাদের পোশাক খাতে ডাইভারসিটি বাড়বে।'' তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ''আমাদের রপ্তানি আয় তৈরি পোশাক রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল। গার্মেন্টস পণ্যের বাইরে আমাদের যে পণ্য আছে তা মূলত উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোতে যায়। তারাও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ডলার ক্রাইসিসে আছে। তাই এই পরিস্থিতিতে ওই সব খাতে রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ খুব বেশি নেই। তবে ওইসব শিল্পে যাতে উৎপাদন ব্যহত না হয়, শ্রমিকদের সংকট না হয় সেদিকে সরকারকে খেয়াল রাখতে হবে।'' তার মতে, ''এখন চীন থেকে থেকে যেসব বিনিয়োগকারী বের হয়ে যাচ্ছে তাদের বাংলাদেশে আকৃষ্ট করার উদ্যোগ দরকার। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করে দেয়া যায়। তবে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটে আছে বাংলাদেশ। সেটা কাটিয়ে তাদের আকৃষ্ট করা গেলে এটা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে।''

সম্পাদকীয়

আল কায়েদাকে পরাজিত করতে তালিবানের ভূমিকা নিয়ে বাইডেনের মন্তব্য নিয়ে আবার বিতর্ক

আফগানিস্তান থেকে বিশৃঙ্খলভাবে আমেরিকান সেনা প্রত্যাহারের প্রায় দুই বছর পর, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের এক বিবৃতি, দেশটিতে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর উপস্থিতি এবং যুদ্ধ বন্ধে শান্তি চুক্তি সম্পর্কে বিতর্ককে আবার নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে। শুক্রবার প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, মনে আছে আমি আফগানিস্তান সম্পর্কে কি বলেছিলাম? আমি বলেছিলাম সেখানে আল কায়েদা আর থাকবে না। আমি বলেছিলাম আমরা তালিবানদের কাছ থেকে সাহায্য পাব। এখন কী হচ্ছে? খবরের কাগজ পড়ুন। আমি ঠিকই বলেছিলাম। প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি প্রতিবেদন সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে এই মন্তব্য করেন। ওই প্রতিবেদনে ২০২১ সালের আগস্টে বিশৃঙ্খলভাবে আমেরিকান সেনা

প্রত্যাহারের মূল ভূমিকা রাখার ব্যাপারে ট্রাম্প এবং বাইডেন প্রশাসনের ত্রুটিগুলি তুলে ধরা হয়েছে। বাইডেনের মন্তব্য তাৎক্ষণিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। একজন সাবেক আফগান গোয়েন্দা প্রধান তাদের উদ্ধৃত করে ২০২০ সালে তৎকালীন ট্রাম্প প্রশাসন এবং তালিবানের মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তির দীর্ঘ দিনের সমালোচনা পুনর্ব্যক্ত করেছেন, যে চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছিল। রহমতুল্লাহ নাবিল ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের ন্যাশনাল ডিরেক্টরেট অফ সিকিউরিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শনিবারের একটি টুইটে, তিনি বাইডেনের মন্তব্যকে উপহাস করে বলেছেন, তারা তালিবানকে রাশিয়ার ভাগনার ভাড়াটেদের মতো আমেরিকান আধাসামরিক অংশীদার হিসেবে ব্যবহার করেছে। তিনি বলেন, বাইডেন দোহা চুক্তির লুকানো সংযোজনগুলি উন্মোচন করে একটি যুগান্তকারী তথ্য প্রকাশ করেছেন, তিনি মূলত ওই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ভাগনার গ্রুপ হিসাবে তালিবানের আসল প্রকৃতির উপর আলোকপাত করেছেন। দোহা চুক্তির অধীনে, ওয়াশিংটনের আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার বিনিময়ে, তালিবান দেশটিকে সন্ত্রাসীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হতে এবং আমেরিকান সেনা সদস্যদের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে সম্মত হয়েছিল। বাইডেনের মন্তব্য স্পষ্ট করতে চাওয়া হলে, হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জিন-পিয়েরে বলেন, প্রেসিডেন্টকে দেশের দীর্ঘতম যুদ্ধ শেষ করার জন্য সেসময় একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিবেদনের উপসংহারে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মিশন শেষ করার বিষয়ে বাইডেন এবং ট্রাম্প উভয়ের সিদ্ধান্ত আফগান সরকারের কার্যকারিতা এবং এর নিরাপত্তার জন্য গুরুতর পরিণতি বয়ে এনেছে। উল্লেখ্য, তালিবানদের দ্বারা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের দ্রুত দখলের পর, শহরের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১২৫,০০০ লোককে সরিয়ে নিয়েছিল - যার মধ্যে প্রায় ৬,০০০ আমেরিকান নাগরিক ছিল। প্রশাসন বলেছে, সৈন্য প্রত্যাহারের পর থেকে তারা প্রায় ৮৮,৫০০ আফগান মিত্রকে পুনর্বাসনে সহায়তা করেছে। কিন্তু আইনজীবীরা বলছেন, এরপরও হাজার হাজার মানুষ এখনও রয়ে গেছে।

জানা অজানা

বাংলাভাষাকে উচিত মর্যাদা দিতে হবে

পোটকাঃ ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের পরে রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের বাংলাভাষী অধ্যুষিত জেলার সংখ্যা ১০ কিন্তু বাকি জেলা গুলোতেও বৃহৎ সংখ্যায় বাংলা ভাষীরা বসবাস করেন কিন্তু তার পরেও বাংলা ভাষী নবীন প্রজন্ম মাতৃ ভাষা শিক্ষা থেকে, ঐতিহ্যশালী বাংলা বিদ্যালয়ের থেকে বঞ্চিত এবং স্বাধীনতার পর থেকে কোলহান সহ রাজ্যের রেল স্টেশনের নাম সহজ ভাবে বুঝতে পারার জন্য বাংলা ভাষায় নামাঙ্কিত ফলক গুলোও আজ মুছে গেছে।
ঝাড়খণ্ড রাজ্য স্থাপনের পর আজ ৪ ঠা জুলাই, মঙ্গবার,২০২৩ প্রথমবার রাজ্যের ৭ টি জেলা পূর্ব সিংবুম - পশ্চিম সিংভূম - ধানবাদ - সরাইকেল্লা খারসোয়া - রাঁচি - বোকারো - গিরিডিহ জেলার বাংলা ভাষী মানুষরা উপেক্ষিত হতে হতে বাধ্য হয়ে পথে নেমেছেন এবং সাধারণ জনগণকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে না ঠেলে দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একসাথে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দাবি পত্র দিলেন, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী শিবু সোরেন মহাশয় মুলবাসি বাংলা ভাষীদের জন্য দাবি মেটানোর রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রণালয়েও চিঠি চিঠি দিয়েছেন, রাজ্যের বঙ্গ সমাজের আশা বর্তমান সরকার এবং কেন্দ্র সরকার নিজেদের অধিকার অঞ্চলের মধ্যে থেকে বাংলা ভাষীদের দাবি গুলো মেটাবেন, দেরি হলে প্রাপ্তির কর্মসূচি রাজ্য জুড়ে চলবে।
ঝাড়খণ্ডের বাংলা ভাষী প্রিয়জন হক আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হন

মহাবিশ্ব তৈরির রহস্য যেভাবে সন্ধান করছে ইউক্লিড টেলিস্কোপ

বিজ্ঞানের জগতে সবচেয়ে বড় প্রশ্নগুলোর একটি - এই মহাবিশ্ব কী দিয়ে তৈরি?
এর উত্তর খুঁজতে ইউরোপীয় একটি টেলিস্কোপ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।
এই মিশনের নাম ইউক্লিড যা দূরবর্তী কোটি কোটি গ্যালাক্সির ছবি তুলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি নিখুঁত ত্রিমাত্রিক বা থ্রিডি ম্যাপ তৈরি করবে। বিজ্ঞানীরা এই ম্যাপের সাহায্যে কথিত ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করবেন।

সোহা রায়
প্রাবন্ধিক

ধারণা করা হয় মহাবিশ্বে আমরা যা কিছু দেখি তার সবকিছুর আকার ও বিস্তৃতিকে এই দুটো জিনিসই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
তবে গবেষকরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে এই ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি সম্পর্কে তারা এখনও পর্যন্ত তেমন কিছুই জানেন না। এর কোনোটি সরাসরি চিহ্নিতও করা যায় না।
এখন এই দুটো বিষয় সম্পর্কে জানতে ইউক্লিডের তৈরি থ্রিডি ম্যাপ ব্যবহার করা হবে। এর সাহায্যে বিজ্ঞানীরা বুঝতে চেষ্টা করবেন ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার মহাবিশ্বের সময় ও স্থানের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে।
যুক্তরাজ্যে ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক ইসোবেল হুক বলেন, জ্ঞানের এই অভাবের কারণে আমরা আমাদের উৎস সম্পর্কে আসলেই কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারি না।
তিনি বলছেন, এই ইউক্লিড মিশন থেকে যা কিছু জানা যাবে সেগুলো এই মহাবিশ্বকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে।
এই মিশন অনেকটা কোথায় স্থলভূমি আছে তা জানার আগে জাহাজে করে যাত্রা করার মতো। এই গবেষণা থেকে জানার চেষ্টা করবো - আমরা এই মহাবিশ্বের কোথায় অবস্থান করছি, কিভাবে আজকের পর্যায়ে এসেছি এবং বিগ ব্যাং মুহূর্তের পর থেকে কিভাবে অপরূপ সব গ্যালাক্সি তৈরি হলো, কিভাবে তৈরি হলো সৌরজগত এবং জন্ম হলো প্রাণের, - বিবিসিকে বলেন তিনি।
ইউক্লিড টেলিস্কোপটি তৈরিতে খরচ হয়েছে ১৪০ কোটি ইউরো। স্পেস এক্সের ফ্যালকন ৯ রকেটে করে শনিবার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে এটিকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে।
এই টেলিস্কোপটি অবস্থান করবে পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে। গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছাতে এর সময় লাগবে এক মাসের মতো। বিজ্ঞানীরা বলছেন এর সাহায্যে ফিরে যাওয়া যাবে মহাবিশ্বের এক হাজার বছর আগের ইতিহাসে।
পৃথিবীর পাশাপাশি এটিও সূর্যের চারদিকে একই গতিতে প্রদক্ষিণ করবে।
প্রাথমিকভাবে এটি ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা এসার প্রকল্প হলেও এই মিশনে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসারও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে, বিশেষ করে টেলিস্কোপের বিজ্ঞান ও প্রকৌশলগত বিষয়ে।

ইউক্লিড মহাকাশে কী করবে?

আগে পরিচালিত গবেষণা থেকে ধারণা করা হয় যে মহাবিশ্বে যতো শক্তি আছে তার ৭০ ডার্ক এনার্জি। প্রায় ২৫ আছে ডার্ক ম্যাটার এবং বাকি ৫ হচ্ছে নক্ষত্র, তারকা, গ্যাস, ধুলোবালি, গ্রহ এবং আমাদের মতো দৃশ্যমান বস্তু।
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যময় এই ৯৫ জগত সম্পর্কে ধারণা পেতেই ইউক্লিড টেলিস্কোপ ছয় বছর ধরে দুটো গবেষণা পরিচালনা করবে।

এর মধ্যে প্রধান কাজ হবে ডার্ক ম্যাটার কোথায় কিভাবে আছে তার একটি মানচিত্র তৈরি করা। এই বস্তুটি সরাসরি চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দৃশ্যমান প্রভাবের কারণেই মহাবিশ্বে এরকম ম্যাটারের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন।
উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, এই ম্যাটারের উপস্থিতি না থাকলে গ্যালাক্সিগুলো তাদের আকৃতি ধরে রাখতে পারতো না। এই শক্তি 'স্ক্যাফল্ডিং' হিসেবে কাজ করে। এটি অনেকটা অদৃশ্য আঠার মতো যা মহাবিশ্বকে একত্রিত করে রেখেছে। ধারণা করা হয় সেটা যা কিছুই হোক না কেন, এটাই ডার্ক ম্যাটার। এখান থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয় না, আলো শুষেও নেয় না, এমনকি এখানে আলো প্রতিফলিতও হয় না।
এই বস্তুটি সরাসরি দেখা না গেলেও টেলিস্কোপের সাহায্যে জানা সম্ভব এটা কোথায় ও কিভাবে রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে ছুটে আসা আলো বিশ্লেষণ করে এই ডার্ক ম্যাটার সম্পর্কে ধারণা করা পাওয়া যাবে।
হাবল স্পেস টেলিস্কোপও আকাশের খুব ছোট্ট একটি জায়গায়, মাত্র দুই বর্গ ডিগ্রি এলাকাজুড়ে, প্রথমবারের মতো এই কাজটা করে আলোচিত হয়েছিল। এখন ইউক্লিড টেলিস্কোপ এই কাজটা করবে আকাশের ১৫ হাজার স্কয়ার ডিগ্রি এলাকাজুড়ে।
এই কাজটি টেলিস্কোপের যে ভিআইএস ক্যামেরা দিয়ে করা হবে সেটা যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে তৈরি করা হয়েছে।
এই ক্যামেরা যে ছবি তুলবে সেটা হবে বিশাল, বলেন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের মহাকাশ গবেষণা ল্যাবরেটরির অধ্যাপক মার্ক ক্রপার।
তিনি বলেন, মাত্র একটি ছবি দেখতেই আপনার ৩০০টির বেশি হাইডেফিনিশন টেলিভিশনের প্রয়োজন হবে।
অন্যদিকে ডার্ক এনার্জি ডার্ক ম্যাটার থেকে একেবারেই আলাদা একটি বিষয়। ডার্ক এনার্জির কারণে গ্যালাক্সিগুলো আলাদা আলাদা অবস্থান করছে এবং এই শক্তি গ্যালাক্সিগুলোকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে যার ফলে মহাবিশ্বের জন্মের পর থেকে এটি আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে।
বিজ্ঞানীরা বলছেন, ডার্ক এনার্জি হচ্ছে একটি রহস্যময় শক্তি যা এই মহাবিশ্বের বিস্তারকে ত্বরান্বিত করছে বলে ধারণা করা হয়। এর অস্তিত্ব ও প্রভাব প্রমাণ করে তিনজন বিজ্ঞানী ১৯৯৮ সালে নোবেল পুরস্কার জয় করেছেন।
মহাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছায়াপথগুলোর ত্রিমাত্রিক ছবি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইউক্লিড টেলিস্কোপ ডার্ক এনার্জির বিষয়ে জানার চেষ্টা করবে বলছেন বিজ্ঞানীরা।
বিজ্ঞানীরা বলছেন মহাজগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যবর্তী স্থানে যে মহাশূন্যতা বিরাজ করছে তার ধরন বিশ্লেষণ করে পরিমাপ করার চেষ্টা করা হবে কতো সময়ের মধ্যে এগুলোর বিস্তার ঘটেছে।
তারা বলছেন এসব বস্তুকে দূরত্বের মাপকাঠি বা 'ইয়ার্ডস্টিক' হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এবিষয়েও এর আগে খুব অল্প পরিসরে কিছু গবেষণা হয়েছে।
তবে ইউক্লিড যে জরিপ চালাবে তাতে প্রায় ২০০ কোটি ছায়াপথের অবস্থান নিখুঁতভাবে জানার চেষ্টা করা হবে। এসব নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান এই পৃথিবী থেকে প্রায় ১০০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে।
তখনই আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবো, বলেন সারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বব নিচোল।
মহাবিশ্বের সবখানেই কি একই গতিতে সম্প্রসারণ ঘটছে? আজকের দিনে আমরা যা কিছুই পরিমাপ করি তার একটি গড় করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে সম্প্রসারণের যে গতি, সেখানেও যদি সম্প্রসারণে গতি এক না হয় তাহলে কী হবে? বিজ্ঞানের এই বিষয়টাই এখন আবিষ্কৃত হবে, বিবিসিকে বলেন তিনি।
বিজ্ঞানীরা বলছেন ইউক্লিড টেলিস্কোপ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না যে এটাই ডার্ক ম্যাটার এবং এটাই ডার্ক এনার্জি। তবে এই দুটো বিষয়ে বর্তমানে যেসব ধারণা ও চিন্তা রয়েছে সেগুলোর পরিসর আরো ছোট করে আনতে পারবে এই টেলিস্কোপ। এটি বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে।
উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে বর্তমানে যেসব পার্টিকেল ডার্ক ম্যাটারের প্রতিনিধিত্ব করে সেগুলোকে চিহ্নিত করার বিষয়ে এই টেলিস্কোপ নতুন চিন্তার জন্ম দিতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত এবিষয়ে যতো অনুসন্ধান চালানো হয়েছে সেগুলোতে কোনো ফল পাওয়া যায়নি।
ডার্ক এনার্জির ব্যাপারেও ইউক্লিড টেলিস্কোপ বিজ্ঞানীদের নতুন সূত্রের সন্ধান দিতে পারে। বলা হচ্ছে এই গবেষণা থেকে অজানা এই শক্তি সম্পর্কে আরো কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।
একটা সম্ভাবনা হলো ডার্ক এনার্জি হচ্ছে আসলে পঞ্চম এক শক্তি, মহাবিশ্বের নতুন এক শক্তি যা শুধুমাত্র ব্যাপক মাত্রায় কাজ করে, ফলে পৃথিবীতে জীবনের ওপর এর কোনো প্রভাব নেই, বলেন ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা এসোর একজন বিজ্ঞানী অধ্যাপক মার্ক ম্যাককরকেন।
তবে অবশ্যই এটি আমাদের মহাবিশ্বের ভবিষ্যতের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে যেমন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কতো দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে? এটা কি চিরকাল ধরে সম্প্রসারিত হতেই থাকবে? বড় থেকে আরো বড় হবে? নাকি এটা আবার একসময় ধসে গিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যাবে, বলেন তিনি।

ফ্রান্সে ভূগর্ভস্থ গ্যারেজে জ্বলন্ত গাড়ির আগুন নেভাতে গিয়ে দমকল কর্মীর মৃত্যু

প্যারিসের উত্তরে ভূগর্ভস্থ একটি গ্যারেজে জ্বলন্ত গাড়ির আগুন নেভাতে গিয়ে রবিবার রাতে ২৪ বছর বয়সী এক ফরাসি দমকল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। ফ্রান্সের রাজধানীতে ছয় রাত ধরে দাঙ্গা অব্যাহত রয়েছে। আলজেরীয় ও মরক্কান বাবামার এক সন্তানকে পুলিশ হত্যা করায় এই দাঙ্গা।
এই ঘটনা প্রসঙ্গে ফরাসি পরিবহনমন্ত্রী বলেন,শান্তি ফিরিয়ে আনতে দিনরাত সক্রিয় সরকারি কর্মীদের কথা আমি ভাবছি।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গতরাতের ঐ দাঙ্গায় দেশজুড়ে ১৫০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আগের দিনের চেয়ে এই সংখ্যা অনেকটা কম। তিনজন পুলিশ আহত হয়েছেন। তবে, এই সংখ্যাটাও আগের কয়েক রাতের চেয়ে বেশ কম।
পুলিশের হাতে নিহত ওই কিশোরের পিতামহী রবিবার ফরাসি ব্রডকাস্টার বিএফএম টিভির সাথে কথা বলেন। হিংসা থামাতে তিনি দাঙ্গাকারীদের অনুরোধ করেন। তাঁকে নাদিয়া নামে সনাক্ত করা হয়েছে।
শনিবার দিনে ওই তরুণের শেষকৃত্যের পর রাতে দাঙ্গা কমে যায়।
১৭ বছর বয়সী আলজেরীয় ও মরক্কান অভিভাবকের সন্তান নাহেলের শেষকৃত্যের পর অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টায় সরকার প্রায় ৪৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন করে।
উল্লেখ্য, প্যারিসের শহরতলি নানতেরে এলাকায় মঙ্গলবার ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে থাকার সময় ওই কিশোরকে গুলি করা হয়।
ছয় রাত ধরে চলা বিক্ষোভে দাঙ্গাকারীরা গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, দোকানে লুটপাট চালিয়েছে। ফ্রান্সের নিজস্ব সম্পদ যেমন টাউনহল, থানা ও স্কুলগুলিকে নিশানা করেছিল তারা। ফরাসি অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক বলেছে, শনিবার রাতে ৭১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার আগের রাতে ১৩১১ জন এবং বৃহস্পতিবার রাতে ৮৭৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

সাময়িকী

চীনের ওপর ভরসা করার যুক্তি কী

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে পাঠানোর পাইলট প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কী? সরকার কি এই উদ্যোগ থেকে সরে আসছে? নাকি চীনের সহায়তায় এই উদ্যোগ নিয়ে এগোনোকেই এখনো ঠিক মনে করছে? এ ধরনের প্রশ্ন ওঠার কারণ কিছু রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে সরকারের তরফে যে উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছিল, তা থেকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ।

এ কে এম জাকারিয়া
কলামিস্ট

জাতিসংঘের মিয়ানমারের পরিস্থিতিবিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার টম অ্যান্ড্রুস বলেছেন, মিয়ানমারের রাখাইনে এখনো রোহিঙ্গাদের জীবন ও চলাচলের স্বাধীনতা ঝুঁকিতে রয়েছে। জেনেভা থেকে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়েছে, সেখানে তিনি কার্যত অভিযোগ করে বলেছেন, বাংলাদেশ 'বিভ্রান্তিমূলক' এবং 'বলপ্রয়োগের' মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফিরে যেতে বাধ্য করছে। মিয়ানমারের পরিস্থিতি রোহিঙ্গাদের নিরাপদে, মর্যাদার সঙ্গে স্থায়ীভাবে ও স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবাসনের জন্য সহায়ক নয়।
বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি এখন নিষ্ঠুর এক সামরিক শাসনযন্ত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যাঁরা বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছেন এবং রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর নির্দিষ্ট কোনো তারিখ না পেলেও জানতে পেরেছেন যে প্রাথমিকভাবে ১ হাজার ১৪০ জন রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠানো হবে এবং এ বছরের শেষ নাগাদ আরও ৬ হাজার জনকে ফেরত পাঠানো হবে।
টম অ্যান্ড্রুস উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপের যাঁরা বিরোধিতা করছেন, তাঁদের গ্রেপ্তারের হুমকি, কাগজপত্র জব্দসহ নানা ধরনের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে জাতিসংঘ র‍্যাপোর্টিয়ার বিবৃতিটি বেশ কড়া এবং অভিযোগগুলোও বাংলাদেশের জন্য বিব্রতকর।
কোনো আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি ছাড়া চীনের পরামর্শে ও আগ্রহে সেই চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা তখন নানা মহল থেকে করা হয়েছিল। সরকার তা বিবেচনায় নেয়নি। সেই চুক্তি আন্তর্জাতিক চাপ থেকে মিয়ানমারকে রক্ষা করেছে কিন্তু বাংলাদেশ কিছুই পায়নি। মধ্যস্থতাকারী চীন এর কোনো দায়ও নেয়নি। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে এরপরও বাংলাদেশ কেন আবার চীনের ওপর আস্থা রেখে 'কিছু' রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর পাইলট প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে!
এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের মন্তব্য বাংলাদেশের অবস্থান বুঝতে আমাদের সহায়তা করবে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে পাইলট প্রকল্প নিয়ে কারও বিরোধিতা করার কোনো কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন না। শাহরিয়ার আলমের বক্তব্য, একটি ট্রায়াল হচ্ছে। এটি বড় ধরনের কোনো প্রত্যাবাসন নয়। এটি যদি সফল না হয়, তাহলে আমরা তাদের ফেরত নিয়ে আসতে পারব। সে ক্ষেত্রে এটির বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনো যুক্তি দেখি না। প্রতিমন্ত্রীর দাবি, রোহিঙ্গারা স্বেচ্ছায় যাচ্ছে।
পাইলট প্রত্যাবাসনের বিরোধিতা করার কোনো যুক্তি যেহেতু পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পাননি, তাই তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করতে চাই, রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো নিয়ে এই 'ট্রায়াল' করারই বা যুক্তি কী? জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কার্যত উপেক্ষা করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের সঙ্গে একটি চুক্তি তো আগে বাংলাদেশ করেছিল, তা থেকে কী ফলাফল পাওয়া গেছে?
রোহিঙ্গাদের একটি প্রতিনিধিদল আরাকানে প্রত্যাবাসন পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে তাদের যে অভিজ্ঞতার কথা ফিরে এসে বলেছে, তাতে কি মনে হয় যে তারা 'স্বেচ্ছায়' সেখানে ফিরে যেতে আগ্রহী? কিছু কূটনীতিকও মিয়ানমার সরকারের উদ্যোগে আরাকানে গিয়েছিলেন প্রত্যাবাসনের প্রস্তুতি দেখতে। তাঁরা সেখানে কিছু ক্যাম্প দেখেছেন। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিয়ে এসব ক্যাম্পে রাখা হবে। বোঝা যায় নিজেদের ভিটেবাড়ি থেকে উৎখাত হওয়া রোহিঙ্গাদের তা ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা মিয়ানমার সরকারের নেই। এমন কোনো প্রত্যাবাসন কি রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়ার কথা?

পাঠকের চিঠি

ভগবান সর্বত্রই আছেন

আমাদের সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে, সর্বম খলিদাং ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ভগবান সব জায়গায় আছেন।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,জীবে জীবে তার অধিষ্ঠান।যত্র জীব তৎর শিব।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়, জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।একজন গুরু তাদের শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, ভগবান সর্বত্রই আছেন।আমরা যা কিছু করি না কেন তিনি সব কিছু দেখেন।ভালো মন্দ, ধর্ম অধর্ম,পাপ পুন্য সব কিছু তিনি দেখেন আর সেইভাবে তিনি আমাদের কে কর্মফল প্রদান করেন।একদিন সেই গুরু তার সকল শিষ্যদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ডেকে বললেন,,আজ আমি তোমাদের সবাই কে এক এক টি লাড্ডু দেব।আর এই লাড্ডু টা সবাই কে গোপনে খেতে হবে কিন্তু খাবার সময় যেন কেউ দেখতে না পায়।যারা এই কাজ টি করতে পারবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে।সবাই লাড্ডু নিয়ে চলে গেল।তাদের মধ্যে সব থেকে যে ছোট ছিলো সে হাতে লাড্ডু নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন, কিরে তুই গেলি না,দাঁড়িয়ে রইলে যে। ছোটো ছেলেটি বললো,,গুরুদেব,আপনি বলেছেন,এটি লুকিয়ে খেতে হবে,খাওয়ার সময় কেউ যেন দেখতে না পায় তাই ভাবছি কেমন করে খাবো।গুরুদেব বললেন, তুমি ও ওদের মত চেষ্টা করে দেখো।ছেলেটি চলে গেল।এদিকে ছেলেরা কেউ ঘরের দরজা বন্দ করে,কেউ লুকিয়ে গোপনে,কেউ জলে ডুবে লাড্ডু খেয়ে ফেলে আর গুরুদেব কেএসে বলে আমাদের গোপনে লাড্ডু খাওয়া হয়ে গেছে।খাওয়ার সময় কেউ দেখতে পায় নি।গুরুদেব তাদের কথা শুনে বললেন, বা,তোরা তো খুব বাহাদুর ছেলে,তাহলে তো আমাকে অনেক পুরস্কার দিতে হবে।অন্যদিকে সেই ছোটো ছেলেটি তিন দিন থেকে চেষ্টা করছে গোপনে খাওয়ার জন্য কিন্তু পারে নি।কারণ,তার গুরুদেব বলেছেন,ভগবান সব জায়গায় আছেন তাই আমরা যা কিছু কাজ গোপনে করলেও তিনি তা দেখতে পাবেন।তাই এমন কোনো জায়গা সে পেলো না যেখানে ভগবান নেই তাই তার লাড্ডু খাওয়া হয়নি। ছোটো ছেলেটার আসতে দেরি হওয়ার গুরুদেব বললেন,,আরে তোমাদের ছোটো বন্ধুটি এখনো এলো না কেন।যাও তাকে ধরে নিয়ে এসো।ছেলেরা সবাই হো হো করে হেঁসে বললো,,নিশ্চই খাওয়ার সময় তাকে লোক দেখে ফেলেছে তাই লজ্জায় সে আসতে পারছে না। গুরুদেব বললেন,,যাও তাকে ডেকে নিয়ে এসো।ছেলেরা গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এসো।গুরুদেব তাকে না আসার কারন জিজ্ঞেস করলেন।ছেলে টি বললো,,গুরুদেব,আমি তিন দিন থেকে চেষ্টা করছি লাড্ডু টি খাওয়ার জন্য কিন্তু কোথাও গোপন জায়গা পেলাম না।সব জায়গাতেই আমি ভগবানের চোখ দেখতে পেলাম তাই আমার লাড্ডু খাওয়া হয় নি তাই আমি আসি নি।গুরুদেব তার কথা শুনে খুশি হলেন ও কোলে নিয়ে বললেন, তুমি,প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছো,বাকিরা সবাই মিথ্যেবাদী।তারা সবাই ভগবানের চোখ কে এড়িয়ে গেছে।ভগবান যে সর্বত্রই আছেন,তিনি সবকিছু দেখছেন,এই জ্ঞান তাদের হয়নি।তাই একমাত্র তোমাকেই আমি পুরস্কৃত করবো।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। **নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী*** ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by **Rajat Kumar Gupta** and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : **Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee** * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) **RNI Registration : JHABEN 00015** email-rashtriyokhobor@gmail.com **www.rashtriyakhabar.com**

প্রতি বুথে আধাসেনা ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোট?

কলকাতা ঃ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ৮২২ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে। কিন্তু প্রতি বুথে আধাসেনা থাকবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। সন্ত্রাসের আশঙ্কায় বিরোধীরা।

পঞ্চায়েতের দিন ঘোষণার পর বাহিনী নিয়ে বিরোধীদের সঙ্গে রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের লড়াই তুঙ্গে উঠেছে। উচ্চ আদালতে আইনি লড়াইয়ের পর বাহিনীর ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। মোট ৮২২ কোম্পানি বাহিনী পাঠানোর ব্যাপারে সোমবারই পাকা কথা দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কিন্তু কমিশনের নির্দেশিকায় বোঝা যাচ্ছে না, প্রতি বুথে আধাসেনা থাকবে কি না।

কমিশন জানিয়েছে, প্রতি বুথে সশস্ত্র বাহিনী থাকবে। রাজ্যে ৪৪ হাজার ৩৮২টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ৬১ হাজার ৬৩৬ বুথ রয়েছে। এর মধ্যে ৪ হাজার ৮৩৪ অর্থাৎ আট শতাংশের কম বুথকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করেছে কমিশন। এই বুথগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে ধরে নেয়া যায়। বাকি ৯২ শতাংশ বুথে কি সশস্ত্র পুলিশ থাকবে, আধাসেনা নয়?

আগামী শনিবার ৮ জুলাই ভোটগ্রহণ। কমিশনের বিচারে কোচবিহারে স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ১৩ শতাংশের উপরে। ক্যানিং, ভাঙড়, বাসন্তী কুলতলি অশান্ত হলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় স্পর্শকাতর বুথ ৯ শতাংশের কম। মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে তা ১০ শতাংশের নীচে।

কমিশন জানিয়েছে, ভোটের দিন সব বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে থাকবে ১৪৪ ধারা। সূত্রের খবর, স্পর্শকাতর বুথে থাকবে বাড়তি বাহিনী। রাজ্য ৭০ হাজার পুলিশ দিচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু পুলিশ এই রাজ্যের না অন্য রাজ্যের, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে।

প্রবীণ সাংবাদিক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলেন, ''স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিত

করলেই কমিশনের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। বাহিনী অন্যত্র পাহারায় থাকলে বুথে অবাধ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে না। প্রতি বুথে আধাসেনা দেয়ার দাবি এ কারণেই তুলেছে বিরোধীরা।''

বিরোধীদের পাশাপাশি সরকারি কর্মীদের যৌথ মঞ্চ প্রতি বুথে আধাসেনা মোতায়েনের দাবি তুলেছে। এরাই ভোটকর্মী হিসেবে নিযুক্ত থাকবেন গ্রামে গ্রামে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনে দরবার করেছে মঞ্চ। কর্মীদের বিভিন্ন সংগঠন তাই নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তায়।

শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''ভোটের আগের রাতে এসে আমাদের শাসানো হয়, ২০০টা ব্যালট দিন। ভোটের দিন বোমাবাজি করে ছাপ্পা ব্যালট ভরে দেয়া হয় বাক্সে। এ কাজে সাহায্য না করলে হুমকির মুখে পড়েন ভোটকর্মীরা।''

মঞ্চের বক্তব্য, প্রাণ বাঁচাতে আপস করেন ভোটকর্মীরা। নইলে আক্রমণের মুখে পড়েন। অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট হয়েছে, এই মন্তব্য লিখতে বাধ্য করা হয়। এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে প্রতি বুথে বাহিনী চাইছে যৌথ মঞ্চ।

ভাঙরের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী আবেদন করেছিলেন বাহিনী পর্যাপ্ত না থাকায় ভোট একাধিক পর্যায়ে নেওয়া হোক। যদিও পরবর্তীতে ৮২২ কোম্পানি আধাসেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। সোমবার কলকাতা হাই কোর্ট নওশাদের আবেদন খারিজ করে দেয়। একই দাবিতে মামলা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপদ্রুত ভাঙড় এলাকায় আইএসএফের ৮২ জন প্রার্থীর মনোনয়ন ফের দাখিলের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার সিঙ্গল বেঞ্চ এই প্রার্থীদের মনোনয়ন নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশনকে। এর বিরুদ্ধে মামলা হয় হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। সোমবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ফের মনোনয়নের নির্দেশ বাতিল করে দিয়েছে।

এবারের পঞ্চায়েত ভোট ঘিরে অভূতপূর্ব আইনি লড়াই চলছে। নির্বাচনের চারদিন আগেও মামলা দায়ের হচ্ছে কলকাতা হাই কোর্টে। এ নিয়ে সোমবার উষ্মা প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। একই বিষয়ে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে ভোটের মুখে। নির্বাচন বাতিলের আর্জিও জমা পড়েছে আদালতে। এমনকী ৩৫৬ ধারা প্রযোগের আবেদন রয়েছে মামলায়।

এ সবের জেরে প্রধান বিচারপতি যে রুষ্ট, তা তিনি গোপন করেননি। আইনজীবীদের উদ্দেশে সোমবার তিনি বলেন, ''পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে অনেক মামলা দায়ের করা হয়েছে। বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনাদের প্রত্যেকের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রত্যেকে হেডলাইনে আসতে চান।''

এতে অন্য মামলার শুনানি করতে পারছে না আদালত। প্রধান বিচারপতির মুখেই শোনা যায় আবেদন, ''দয়া করে এ জন্য আদালতকে ব্যবহার করবেন না। দয়া করে আমাদের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করবেন না।''

দেবাশিস দাশগুপ্ত বলেন, ''এ বার অধিকাংশ মামলায় নির্দেশ গিয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। শেষদিকে তারা কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে। কিন্তু আদালত নয়, কমিশন নয়, শেষ বিচার জনতার হাতেই।''

'তুলে নেওয়ার' এক মাস পর গ্রেপ্তার দেখানোর অভিযোগ

ঢাকা ঃ গত ৩০ এপ্রিল ময়মনসিংহ থেকে ছয় মাসের শিশু সন্তানসহ এক দম্পতিকে 'তুলে নেওয়ার' এক মাস পর মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন ইকরামুল হক মিলন (২৮), তার স্ত্রী দেওয়ান ফারিয়া আফরিন আনিকা (২১) ও তাদের ছয় মাস বয়সি ছেলে। মিলন সূত্রাপুরের ফরিদাবাদ মাদ্রাসার শিক্ষক। ময়মনসিংহের কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কাছে গত ১ মে মিলনের ভাই ইমদাদুল হক ইমনের অভিযোগ থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। শিশুসন্তানকে নিয়ে মিলন ও আনিকা তাদের বড়চরের বাড়ি থেকে সানকিপাড়ার দিকে রিকশায় করে যাওয়ার সময় নয়নমনি বাজারের সামনে একটি টয়োটা হাইয়েস গাড়ি তাদের বাধা দেয়। এছাড়া গাড়ির গায়ে পুলিশের স্টিকার লাগানো ছিল বলে অভিযোগে বলা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীদের জানিয়েছেন, সাদা পোশাকে দুই পুরুষ ও এক নারী ওই তিনজনকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। তখন থেকেই ওই দম্পতির মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। ঘটনাস্থল থেকে শিশুর ডায়াপার ব্যাগসহ তাদের অন্যান্য ব্যাগগুলো পাওয়া গেলেও, মিলনের সঙ্গে থাকা ল্যাপটপটি পাওয়া যায়নি বলে জানান তার ভাই ইমন। পরিবারের সদস্যরা দাবি করেছেন, তারা থানায় সাধারণ ডায়েরি করার চেষ্টা করলেও থানা সেটি নেয়নি। নিখোঁজ তিনজনের সন্ধান পেতে পরিবারটি যখন সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করছিল, তখন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের সদস্য হওয়ার অভিযোগে ঢাকার সবুজবাগ থানার এক মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর একদিন পর গত ৩১ মে আদালতে এই তিনজনকে হাজির করা হয়। মামলার এজাহারে বলা হয়, ওইদিন অভিযান চালিয়ে ওই দম্পতিকে রাজধানীর সবুজবাগের একটি খেলার মাঠ থেকে আটক করা হয়েছে। মিলনকে তিন দিনের রিমান্ডে এবং আনিকা ও শিশুসন্তানকে কারাগারে পাঠানো হয়। পরিবারের সদস্যরা ডেইলি স্টার পত্রিকাকে জানিয়েছেন, শিশুটির খাওয়ার বোতল ভেঙে যাওয়ার পর আনিকাকে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হলে তারা ওই তিনজনের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারেন। পরে মিলনের বাবা শিশুটির হেফাজত চেয়ে আদালতে আবেদন করলে আদালত তাকে অনুমতি দেন। গত ৮ মে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে শিশুটিকে বাড়িতে আনা হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের উপকমিশনার এস এম নাজমুল হক জোরপূর্বক গুমের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, গত ৩০ মে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সবুজবাগের আব্দুল আজিজ স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনের রাস্তায় আনসার আল ইসলামের 'গোপন নিযগেে সভা' করছিলেন মিলন ও আনিকা। খবর পেয়ে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে। বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পুলিশের দাবি, মিলন জঙ্গি সংগঠনের একজন রিক্রুটার ছিলেন এবং তার স্ত্রী তাকে সাহায্য করতেন। তবে আনিকার সঙ্গে যে তার শিশুসন্তান ছিল সে বিষয়ে মামলার বিবরণীতে কোনো উল্লেখ নেই।

ফিলাডেলফিয়ায় গুলি, মৃত চার

ফিলাডেলফিয়া ঃ অ্যামেরিকায় আবার বন্দুকধারীর তাণ্ডব। ফিলাডেলফিয়ার রাস্তায় গুলি চালিয়ে চারজনকে হত্যা করলো এক বন্দুকধারী। সোমবার ৪০ বছর বয়সি এক বন্দুকধারী গায়ে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে ফিলাডেলফিয়ার রাস্তায় গুলি চালাতে থাকে। তিন চারটি আলাদা জায়গায় সে গুলি চালায়। এর ফলে দুই অপ্রাপ্তবয়স্কসহ চারজন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন অন্তত চারজন। এর একদিন আগেই বাল্টিমোরে এক বন্দুকধারী দুইজনকে হত্যা করেছে এবং ২৮ জনকে আহত করেছে। এই বছরে এখনো পর্যন্ত অ্যামেরিকায় ৩৩৯ বার প্রকাশ্যে গুলি চললো। ফিলাডেলফিয়ার পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, পুলিশ অভিযুক্তকে তাড়া করে। তারপরেও অভিযুক্ত গুলি চালাতে চালাতে পালাতে থাকে। পরে সে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন করে।তিনি বলেছেন, ''এখন আমরা শুধু এটুকুই জানি, ওই ব্যক্তি বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ই গুলি চালিয়ে মানুষকে মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তার কাছে প্রচুর গুলি ছিল। তার কাছে একটা রাইফেল ও একটা হ্যান্ডগানও ছিল।''

দলত্যাগ বিরোধী আইন আয়া রামগয়া রাম রাজনীতি দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে

অভিজিৎ রায়

জামশেদপুর ঃ মহারাষ্ট্রে, এনসিপিতে ভাঙন এবং বিদ্রোহীদের দ্বারা এনডিএ গোষ্ঠীর বিস্তৃতি সরকারে যোগদান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পাশাপাশি নেতাদের রাজনৈতিক মুগ্ধতা প্রতিফলিত করে। বিধায়কদের রাতারাতি পক্ষ পরিবর্তন করে অন্যের সরকারে যোগদান দেখায় যে পরিবার ও দলের ক্ষমতার কোনো মানে নেই। কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট যে দলত্যাগ বিরোধী আইন আয়া রামগয়া রাম রাজনীতি দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

গত চার বছর ধরে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে নাটকীয় উন্নয়ন থামার নামই নেই। এখন ৫৩ জনের মধ্যে ৪০ জন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির বিধায়ক আশ্চর্যজনকভাবে একনাথ শিন্ডে সরকারকে সমর্থন করেছেন। অজিত পাওয়ার উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এবং আটজন এনসিপি বিধায়ক মন্ত্রী পদ পেয়েছেন। কেউ কেউ এটাকে বিজেপির বড় জয় এবং শারদ পাওয়ারের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন। একনাথ শিন্ডে খুশি যে তাঁর সরকার আরও শক্তি পেয়েছে। অনেকেই এটাকে বিজেপির প্রতিশোধের কাজ বলে মনে করছেন। আসলে এবার বিধানসভা নির্বাচনে একসঙ্গে লড়েছে বিজেপি ও শিবসেনা। বিজেপি একক বৃহত্তম দল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু শিবসেনা তাঁর সঙ্গে সরকার গড়তে রাজি হয়নি। সেই সময় বিজেপির সঙ্গে ছিলেন অজিত পাওয়ারও।

দেবেন্দ্র ফড়নবিশ মুখ্যমন্ত্রী এবং অজিত পাওয়ার উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন। কিন্তু এনসিপি বিধায়করা অজিত পাওয়ারকে সমর্থন করেননি এবং সেই সরকারের তিন দিনের মধ্যে পতন ঘটে। এরপর শিবসেনা, এনসিপি এবং কংগ্রেসের জোটে মহাবিকাশ আঘাদির সরকার গঠিত হয়। কিন্তু প্রায় দুই বছর পর, একনাথ শিন্ডে বিদ্রোহ করেন এবং শিবসেনার অধিকাংশ বিধায়ককে নিয়ে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলান। এভাবেই পতন হল উদ্ধব ঠাকরে সরকারের। এখন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসে। এবার, অজিত পাওয়ার একনাথ শিন্ডে সরকারে যোগদান নিঃসন্দেহে এনসিপির জন্য একটি বড় ধাক্কা কারণ এর বেশিরভাগ সিনিয়র নেতা এবং শরদ পাওয়ারের বিশ্বস্ত নেতারা দল থেকে সরে এসেছেন। বলা হচ্ছে, বিদ্রোহী নেতারা এখন দলের নাম ও প্রতীকেও নিজেদের দাবি জানাবেন। যদিও জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি অজিত পাওয়ার ও তার সঙ্গে থাকা নেতাদের এই পদক্ষেপকে বেআইনি বলছে। দলীয় নিয়ম অনুসারে, অজিত পাওয়ারের বিধায়ক দলের সভা ডাকার বা দলীয় হাইকমান্ডের অনুমতি ছাড়া সরকারে যোগ দেওয়ার অধিকার ছিল না। এটিকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার প্রক্রিয়াও চলছে। একইভাবে শিবসেনাও একনাথ শিন্ডে এবং বিদ্রোহী বিধায়কদের আইনি চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। এনসিপিরও এর সাথে কিছু করার নেই। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন এবং ততদিনে আদালতের কার্যক্রম শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এটা ঠিক যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার গঠনের সমীকরণ ঠিক করার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রে গত চার বছরে যেভাবে আদর্শিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে ক্ষমতায় যোগ দেওয়ার দৌড় চলছে, শেষ পর্যন্ত ভোটারদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। ভোটাররা শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে নয়, তাদের দলের নীতির ভিত্তিতেও তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

জলপাইগুড়ি পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী, আগামীকাল নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেবেন

জলপাইগুড়ি। একদিকে যখন ভোটের বাজার গরম ঠিক সেই সময় ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক আবহাওয়া সূর্যের প্রখর আলোতে প্রচন্ড গরম অনুভব করা হচ্ছিল ।জলবায়ু আর্দ্রতা এত বেশি যে কিছুটা হাঁটলেই শরীর থেকে ঝরঝর করে ঘাম পড়া শুরু হয়েছিল। তারই মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মমতা ব্যানার্জির সফর ডুয়ার্সের যা বলয় এলাকায় আজ দুপুরে কুচবিহার থেকে হেলিকপ্টারে জলসা টিয়া বনে নামার পর সোজা চলে যান জলসার বেসরকারি হোটেলে। তারপর হঠাৎ করে হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তার ফুটপাতে চা দোকানগুলোতে ঢুকে গিয়ে চা বানানো থেকে নিয়ে মোমোর সম্বন্ধে তথ্য অর্জন করছিলেন । আগামীকাল জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকে চেকেন্দা ভান্ডারী ময়দানে রাজনৈতিক সম্মেলন করবেন মমতা ব্যানার্জি।

কোচবিহার তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে ও গুলি করে খুন

কোচবিহার ঃ দিনহাটার সীমান্ত সংলগ্ন গীতালদাহ ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জারি ধরলা গ্রামেমাঝরাতে প্রচার করে আসার পর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এক তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে ও গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। তৃণমূলের অভিযোগ তাদের দলীয় কর্মী বাবু রহমান প্রচার সেরে যখন বাড়ি আসেন ঠিক সেই সময় দুষ্কৃতীরা তাদের সেই কর্মীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এলোপাতাড়ি কোপ ও গুলি চালায়। পরবর্তীতে সেই কর্মীকে উদ্ধার করতে বাকি তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকরা গেলে তাদের উপরও গুলি চালায় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। আর সেই গুলিতে আরো গুরুতর যখন ছয় তৃণমূল কর্মী। বর্তমানে তারা আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। ঘটনার জেরে প্রচন্ড উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যে এলাকায় মোতায়ন রয়েছে বিপুল পুলিশ বাহিনী।

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে তোলা হয়েছে

কলকাতা ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিল হেফাজত শেষে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ মোট ছয়জনকে আলিপুর স্পেশাল সিবিআই আদালতের লগাপে প্রবেশ করানো হল। কিছুক্ষণ পরেই শুনানি শুরু হবে। জানা যাচ্ছে সিবিআই আইনজীবীরা তারা পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ মোট ছয়জনের জামিনের বিরোধিতা করবে এবং কিছু নথিপত্র আদালতের সামনে পেশ করবে।

মঙ্গলবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমনে আসেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ......

১) অভিষেকের সভার আগে উত্তপ্ত ডোমকল । সিপিএম - তৃণমূল সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ৪ তৃণমূল কর্মী ।

রোজকারী খবর যত ইলেকশন এগিয়ে আসবে মারপিট গুলি বন্দুকের আওয়াজ বাড়বে টিএমসি করার যেসব কারণ এছাড়া রাস্তা নেই জেতার মমতা ব্যানার্জি বুঝতে পেরেছেন যে পার্টির সঙ্গে লোকেরা নাই কর্মীরাও বেরোচ্ছে না নির্দল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে

২) ডোমকলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার দিনই বহরমপুরের টেক্সটাইল মোড়ে পাল্টা সভা ডেকেছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুণ কবীর ।

একাধিক বিধায়ক পার্টির বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন কে কার ক্যান্ডিডেট হবে সেই নিয়ে চিন্তা এসব চলবে কয়দিন তারপর ঠিক হয়ে যাবে

৩) পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসা অব্যাহত । এবার পটাশপুরে দলীয় পতাকা বাঁধা নিয়ে বিজেপি কর্মীদের মারধর। ঘটনায় একট বিজেপির কর্মীর চোখে আঘাত ।

এটা বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে প্রচার করতে গিয়ে ঝান্ডা বাধতে গিয়ে গন্ডগোল মারপিট হচ্ছে, একাধিক জায়গায় খবর আসছে। তৃণমূল কংগ্রেস নমিনেশন আটকাতে পারিনি নমিনেশন উঠাতে পারিনি প্রচারে আটকাবে ভোটে গন্ডগোল করার চেষ্টা করবে

৪)ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইলে ক্যান্সার আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থীকে পুলিসের মারধর।জেলা পরিষদের বিজেপি প্রার্থী শুভঙ্কর মাহাতো, পুলিসের সঙ্গে বচসায় জড়ান বিজেপি প্রার্থী, বেধড়ক মারধর কর্তব্যরত পুলিসকর্মীর

যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস আটকাতে পারছে না সেখানে পুলিশ দিয়ে আটকাবার চেষ্টা চলছে একাধিক জায়গায় আরামবাগেও পুলিশ লাঠি চালিয়েছে বিনা কারণে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনকে অশান্ত করার সব রকম চেষ্টা তৃণমূল কংগ্রেস করছে যাতে মানুষ না বেড়াতে পারে

৫) আজ বিজেপির সংকল্প পত্র প্রকাশ, দুর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত শ্লোগানকে সামনে রেখে এই সংকল্প পত্র

আজকে পার্টির প্রেস কনফারেন্স আছে সেখানে পার্টির সংকল্প পত্র প্রকাশিত হবে কোন পার্টি এখনও করেনি আমরা আগে রেডি করে ফেলেছি আমরা লোককে জানাতে চাই বিজেপি ক্ষমতা এলে কি করবে কারণ সব পার্টিকেই তো লোকেরা দেখে নিয়েছেন বিজেপি এবার বাংলাকে পরিবর্তন করতে চাই সেই মেসেজ তাই আমরা নিতে চাই

৬) কমিশন জক্ক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক 'বাহিনী নিয়ে আমাদের কোনও চাহিদা নেই', 'সবটাই ছাড়া হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওপর' , 'তাদের মতো বাহিনী পাঠানোর জন্য জানিয়েছে কমিশন, জানান হল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে.

৮০০ কম্পানির বেশি বাহিনী আসবে এটাতো এক জায়গায় নেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় রিপ্লাই করা থাকে সেখান থেকে ওরা আসবে ট্রেনে করে গাড়ি করে আর যত সময় পৌঁছাবে যেহেতু কোড নির্দেশ দিয়েছে সবকিছু ঠিকমতো হবে

৭) রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে এক দফাতেই!শিলিগুড়িতে এমনই ইঙ্গিত রাজ্যপালের, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে চাই', 'স্পর্শকাতর এলাকাগুলো পরিদর্শন করব', সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্তব্য রাজ্যপালের

এই যে হিংসার পরিবেশ ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষ চিন্তায় আছে ভোট দিতে পারবেন কিনা কোট পর্যন্ত বলে দিচ্ছেন ভোট বন্ধ করে দেওয়া হোক তো সেই সময় গভর্নর নিজে গিয়ে সাধারণ সমাজে মিশছেন যেখানে গন্ডগোল মারপিট হয়েছে সেখানে নিজে পৌঁছে যাচ্ছেন সরকারি এম এল এ রা পার্টির নেতারা টিএমসির গন্ডগোল করছেন তার পার্টির সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নেই কিন্তু গভর্নর গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করে হিম্মত দিচ্ছেন সুতরাং তাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ভোট একদিনে হবে কি চার দিনে হবে সেটা সমস্ত পার্টিকে ডেকে কথা বলে ঠিক করা উচিত

৮) পঞ্চায়েত ভোটে আবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার টোপ মুখ্যমন্ত্রীর , গতকাল কোচবিহারের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আগে নিয়ম ছিল পরিবারের যার নামে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড রয়েছে এবং তার ২৫ বছর বয়স হলে সে তার ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত লক্ষ্মীর ভান্ডারের ৫০০ টাকা পাবে । কিন্তু এখন নিয়ম পাল্টে গেছে ২৫ বছর বয়স থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত পরিবারের সব মহিলাই লক্ষ্মীভাণ্ডার পাবে । একটি পরিবারে ৪ জন মহিলা থাকলে ৪ জনই পাবে।

.... পঞ্চায়েতে ভোট পেতে কি তবে মহিলাদের লক্ষ্মীভাণ্ডারের নাম করে টাকা দিচ্ছে তৃণমূল সরকার ? মমতা ব্যানার্জি এসব লোক দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে ছাড়া ভোট নিতে পারবেন না তাই প্রত্যেকবার ভোটেরে নতুন নতুন দাণ খয়রাতের কথা বলবেন আর অনেক লোক তাতে প্রলুব্ধ হয়ে যান কিন্তু ৫০০ টাকা মাসে পাব এমনি তো কিছু দেয়না পঞ্চায়েত সেই জন্য গতবার বিধানসভাতে ভোট দিয়েছে এবার হয়তো কেউ দেবে তারাও জানেন না পাঁচ বছরে একবার ৫০০ টাকা নিলে আর সারা বছর এবং পাঁচ বছর কিছুই পাবেন না রাস্তাঘাট জলবিদ্যুৎ চাকরি

দক্ষিণ আফ্রিকার নারী বিশ্বকাপ দলে অচলাবস্থা, ১৩ বছর বয়সী খেলোয়াড়কে মাঠে নামালো কর্তৃপক্ষ

জোহানেসবার্গ (ওয়েবডেস্ক) ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার নারী বিশ্বকাপ স্কোয়াড এবং জাতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে বেতন এবং অন্যান্য বৈষম্য নিয়ে অচলাবস্থার কারণে কর্মকর্তারা রবিবার বতসোয়ানার বিপক্ষে একটি ম্যাচে খেলার জন্য ১৩ বছর বয়সী একজন অল্প পরিচিত খেলোয়াড়সহ একটি অস্থায়ী দলকে মাঠে নামতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ ডেসারি এলিস স্বীকার করেছেন, খেলোয়াড়দের মধ্যে একজনের বয়স ছিল ১৩ বছর। ম্যাচের পরে এক সাক্ষাৎকারে, তিনি সমস্যার বিষয়ে আর কোনও মন্তব্য করেননি।

তাৎক্ষণিকভাবে ঠিক কী কারণে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিষয়ে সাফা কোনো মন্তব্য করেনি, তবে ফুটবল খেলোয়াড়দের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী দক্ষিণ আফ্রিকান ফুটবল প্লেয়ার্স ইউনিয়নের সভাপতি থুলাগানিও গাওশুবেলওয়ে বলেছেন, ঘটনাটি আংশিকভাবে খেলোয়াড়দের স্বল্প বেতনের কারণে ঘটেছে।

গাওশুবেলওয়ে তার ইউনিয়নের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দক্ষিণ আফ্রিকান খেলোয়াড়দের সম্পর্কে বলেছেন, তারা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করছে, সাফা তাদের চুক্তিতে অর্থ অন্তর্ভুক্ত করতে চায় না। আমাদের অবশ্যই এই খেলোয়াড়দের অধিকারের জন্য লড়াই করতে হবে। গাওশুবেলওয়ে দাবি করেছেন, সাফা সভাপতি ড্যানি জর্ডান এই অচলাবস্থার জন্য দায়ী। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়া মন্ত্রী জিজি কোডওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, তিনি মঙ্গলবার দলের উত্থাপিত গুরুতর উদ্বেগগুলি শুনতে খেলোয়াড়দের ইউনিয়নের সাথে বৈঠক করবেন। কোডওয়া বলেন, বৈঠকে খেলোয়াড়দের কল্যাণ এবং তাদের চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে।

আগামী মঙ্গল ও বুধবার দুই গ্রুপে দলটির নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার কথা। দক্ষিণ আফ্রিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন জানিয়েছে, খেলোয়াড়রাও বিরক্ত হয়েছিল যে বিশ্বকাপের আগে তাদের বিদায়ী খেলা সাকানে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যে স্টেডিয়ামের ধারণ ক্ষমতা মাত্র ৫,০০০ এবং এটি মোটেও নামী কোনও ফুটবল ভেন্যু নয়। খেলা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে, এসএবিসি এবং অন্যান্য টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলি একটি হোটেলে তাদের টিম বাসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বিশ্বকাপ স্কোয়াডের সদস্যদের ছবি সম্প্রচার করেছে। সেখানে সাফার সিইও লিডিয়া মনিয়েপাওকে খেলোয়াড়দের সাথে কথা বলতে দেখা গেছে। গত বছর উইমেন্স আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস জিতে, প্রথম বড় কোনও শিরোপা অর্জন করে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবুও খেলোয়াড়রা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকে, পুরুষদের দল যে ধরনের স্বীকৃতি কিংবা সুবিধা পায়, তা তাদের দেওয়া হয় না।

বিশ্বকাপের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে ১৫ জুলাই নিউজিল্যান্ডে কোস্টারিকার বিপক্ষে মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৩ জুলাই সুইডেনের বিপক্ষে শুরু হওয়া বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা খেলবে সুইডেন, আর্জেন্টিনা এবং ইতালির সঙ্গে।

‘সেম ওল্ড অজিস অলওয়েজ চিটিং’ নাকি ‘সেম ওল্ড অজিস অলওয়েজ উইনিং’

লন্ডন ঃ এবারের অ্যাশেজের উত্তাপ দেখে কারও বডিলাইন সিরিজের কথা মনে পড়তেই পারে।

১৯৩২-৩৩ মৌসুমের সেই অ্যাশেজে লেগ সাইডে ছাতার মতো ফিল্ডিং সাজিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের শরীর তাক করে বোলিং নিয়ে বিতর্কের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছিল মাঠের বাইরেও। সেই সিরিজে তৃতীয় টেস্টে চতুর্থ দিনের খেলা শেষে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড (এখন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া) তারবার্তা পাঠিয়েছিল মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবকে (এমসিসি)।

ক্রিকেটের আইনপ্রণেতা এই সংস্থা তখন ইংল্যান্ড জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের নির্বাচন করত। ১৯৩৩ সালের ১৮ জানুয়ারি পাঠানো তারবার্তায় অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে এমসিসিকে বলা হয়েছিল, ‘বডিলাইন বোলিং খেলার আসল লক্ষ্যকে ব্যাহত করছে। শরীর বাঁচিয়ে খেলাই ব্যাটসম্যানদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে চোটের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের মধ্যেও তিক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের মতে, এটা অখেলোয়াড়সুলভ। এটা এখনই বন্ধ না করলে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’

সেই ঘটনার পর মাঝের এই ৯০ বছরে কোনো অ্যাশেজই এতটা বিতর্ক হয়নি, যতটা এবার হচ্ছে। কথাটা নিয়ে কেউ তর্ক করতে পারেন, তবে এটা তো সত্যি যে এবারের অ্যাশেজের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে মাঠের বাইরেও। এমনকি দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েছেন বাগ্‌যুদ্ধে। লর্ডস টেস্টে ব্যাটসম্যানদের শরীর তাক করে বাউন্সারের পর বাউন্সার মারা হয়েছে। বিতর্ক হয়েছে মিচেল স্টার্কের ক্যাচ নিয়ে। আর জনি বেয়ারস্টোর আউটের পর বিষয়টি আর সামান্য বিতর্কে সীমাবদ্ধ নেই। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ও কোচ থেকে শুরু করে এমসিসির সদস্যরাও এ ঘটনার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়েছেন। ডেভিড ওয়ার্নার ও উসমান খাজার সঙ্গে ঝামেলার জেরে এমসিসির তিন সদস্য নিষিদ্ধও হয়েছেন। ঘটনা এত দূর গড়ানোর পর দুই দেশের রাজনৈতিক শীর্ষ ব্যক্তিরাও আর চুপ করে থাকতে পারেননি।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বেয়ারস্টোর আউট নিয়ে কথা বলেছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানেজও এ ঘটনায় মুখ খুলেছেন। সব মিলিয়ে এবারের অ্যাশেজ যেন ১৯৩২-৩৩ মৌসুমের সেই বডিলাইন সিরিজকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

বেয়ারস্টোর আউট নিয়ে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী যেহেতু মুখ খুলেছেন, ওই আউটটি তাই আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া যাক। ৩৭১ রান তাড়া করতে নামা ইংল্যান্ড ৫ উইকেটে ১৯৩ রান তুলে ফেলার পর ওই আউটের ঘটনা। ক্যামেরন গ্রিনের বাউন্সার ডাক করে ক্রিজ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বেয়ারস্টো। এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মনে করেছিলেন বলটা ‘ডেড’ হয়ে গেছে। বেয়ারস্টোকে ক্রিজ ছেড়ে বের হতে দেখেই ‘আন্ডারআর্ম’ থ্রোয়ে স্টাম্প ভাঙেন অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি। তৃতীয় আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর শুরু হয় বিতর্ক। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস ম্যাচ শেষে বলেছেন, ‘আমি কি ওইভাবে (অস্ট্রেলিয়ানদের মতো) ম্যাচ জিততে চাইতাম? আমার উত্তর হচ্ছে না।’

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের মুখপাত্র গতকাল সংবাদকর্মীদের বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী বেন স্টোকসের সঙ্গে একমত, অস্ট্রেলিয়ানদের মতো এই কৌশলে তিনি ম্যাচ জিততে চাইতেন না।’ ঋষি সুনাকের মুখপাত্র এই কথা জানানোর পর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী চুপ থাকবেন কেন! নিজের দলের পক্ষে অবস্থান নিয়ে তাঁর করা টুইটটি বেশ সরস।

বেয়ারস্টোর ওই আউটের পর ইংল্যান্ডের সমর্থকেরা অস্ট্রেলিয়ানদের খোঁচাতে স্লোগান ধরেছিল, ‘সেম ওল্ড অজিস অলওয়েজ চিটিং।’ বাংলায় অর্থটা দাঁড়ায়, সেই পুরোনো অস্ট্রেলিয়াই সব সময়ই প্রতারণা করে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানেজ ইংল্যান্ডের সমর্থকদের এ স্লোগানকেই খানিকটা পাল্টে টুইটটি করেন, ‘সেম ওল্ড অজিস অলওয়েজ উইনিং।’ অর্থাৎ সেই পুরোনো অস্ট্রেলিয়াই সব সময়ই জেতে। অন্তত এবারের অ্যাশেজের দুই টেস্টের ফল বিবেচনায় নিলে কিন্তু আলবানেজই সঠিক। পাঁচ টেস্টের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে।

তবে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক কিন্তু এখনই হাল ছেড়ে দিচ্ছেন না। তাঁর মুখপাত্র জানিয়েছেন, ‘এই ম্যাচটা বেন স্টোকসের সেরাটা দেখার সুযোগ দিয়েছিল, অবিশ্বাস্য একটা ম্যাচ ছিল। প্রধানমন্ত্রীর আত্মবিশ্বাস আছে ইংল্যান্ড দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াবে।’

ইংল্যান্ড ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে। আপাতত এটুকু বলা যায়, এবারের অ্যাশেজ যে উত্তাপ ছড়িয়েছে, তাতে এরই মধ্যে সমর্থকদের পয়সা উশুল। বাকি তিন টেস্টে যা হবে, তা ‘বোনাস’ বলে ধরে নিতে পারেন। শুধু লর্ডস টেস্টই যে উত্তাপ ছড়িয়েছে, তার রেশ যে বাকি তিন টেস্টেও থাকবে, তা তো বলা বাহুল্য।

অ্যাশেজ শেষ পোপের, ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ে তিনে কে

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে চোটে পড়ে অ্যাশেজ সিরিজের বাকি তিন টেস্ট থেকে ছিটকে পড়েছেন ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যান ও সহ-অধিনায়ক ওলি পোপ। এর আগে ২০১৯ ও ২০২০ সালে কাঁধের চোট নিয়ে ভালোই ভুগেছিলেন পোপ। এবারও সমস্যা সেই কাঁধেই, হাড় সরে গেছে যেখানে। গত সোমবার লন্ডনে পোপের কাঁধে স্ক্যান করানোর পর দেখা যায় চোট এতটাই গুরুতর যে, অস্ত্রোপচার করানো ছাড়া কোনো উপায় নেই। লর্ডস টেস্টের প্রথম দিনে ফিল্ডিংয়ের সময় ডাইভ দিয়ে বল ধরতে গিয়ে কাঁধে চোট পেয়েছিলেন পোপ। তৃতীয় দিনে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮তম ওভারে মিড অনে ডাইভ দিয়ে বল ধরতে গিয়ে কাঁধের একই জায়গায় আঘাত পান পোপ। প্রথম দিনে চোট পাওয়ার পর সেটাকে সামান্য ছড়ে যাওয়া বলেই ভাবা হয়েছিল, আর তাই ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে তিনে ব্যাট করতে নেমেছিলেন পোপ। দেড় ঘণ্টার বেশি সময় উইকেটে থেকে ৪২ রান করে আউট হন। যে কারণে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ফিল্ডিং করতে না চাইলেও আম্পায়াররা আপত্তি জানান। চোট পাওয়া খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি অনুযায়ী, পোপকে ব্যাটিংয়ে সাতে নামিয়ে বদলি ফিল্ডার নামাতে চেয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু ম্যাচ অফিশিয়ালরা তাতে রাজি হননি। ইংল্যান্ডের কোচ জিতান প্যাটেল একটু ক্ষোভ নিয়েই বলেছেন, পোপ না নামলে ১০ জন নিয়ে ফিল্ডিং করতে হতো ইংল্যান্ডকে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) পক্ষ থেকে পোপের চোট নিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘পুর্নবাসনের জন্য তিনি (ওলি পোপ) সারে ও ইংল্যান্ড দলের অধীনে থাকবেন। অ্যাশেজে তৃতীয় টেস্টের জন্য তার বদলি নেবে না ইংল্যান্ড। বৃহস্পতিবার হেডিংলিতে তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে।’ পোপের অনুপস্থিতিতে ইংল্যান্ডের সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পেতে পারেন অভিজ্ঞ পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড। গত মৌসুমে অনানুষ্ঠানিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করেছেন ব্রড। তবে পোপের অনুপস্থিতিতে ইংল্যান্ডের বড় দুশ্চিন্তা ব্যাটিং অর্ডারের তিন নম্বর জায়গা নিয়ে। এই পজিশনে পোপের শূন্যতা পূরণ করবেন কে? এবার অ্যাশেজে দুই টেস্টে পোপের ব্যাটিং গড় ২২.৫০। কিন্তু ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ইংল্যান্ডের কোচ হয়ে আসার পর স্টোকসের অধিনায়কত্বে সব মিলিয়ে তিন নম্বর পজিশনে পোপের ব্যাটিং গড় ৪৫.৫০। অ্যাশেজে এমনিতেই ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছে ইংল্যান্ড। এর মধ্যে ব্যাটিং অর্ডারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে পোপের অনুপস্থিতি ইংলিশ টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য বড় এক দুশ্চিন্তা।

ক্রিকইনফো জানিয়েছে, ড্যান লরেন্সকে তিনে নিয়ে আসা হতে পারে। ইংল্যান্ডের স্কোয়াডে লরেন্সই পোপের জায়গায় একমাত্র ‘আদর্শ’ বদলি। এবার ঘরোয়াতে ভালো করেছেন লরেন্স। এসেক্সের হয়ে ২টি সেঞ্চুরিসহ ৪৪.৬৩ গড়ে তাঁর রান ৪৯১। ইংল্যান্ড অন্য বিকল্পের পথেও হাঁটতে পারে। আঙুলে চোট পাওয়া মঈন আলীকে ফিরিয়ে আনা হতে পারে। এরপর বাকি ব্যাটসম্যানদের আরেকটু ওপরে তোলা হতে পারে। এতে জো রুটকে উঠে আসতে হবে তিনে কিংবা হ্যারি ব্রককেও বিবেচনা করা হতে পারে পোপের জায়গায়।

‘ম্যারাডোনা সেসির কাতারেই দি মারিয়া’

চট্টগ্রাম ঃ ২০০৮ অলিম্পিকে তাঁর গোলেই সোনা জিতেছিল আর্জেন্টিনা। ১৫ বছর পর সেই আনহেল দি মারিয়া গোল করেন কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালেও। দি মারিয়া গোল করেছেন কোপা আমেরিকা ফাইনালে, যে শিরোপা জিতেই দীর্ঘদিনের শিরোপা-খরা ঘোচায় আর্জেন্টিনা।

এমনকি সে বছরের জুনে ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইতালির বিপক্ষে লা ফিনালিসিমায়ও গোল করেছিলেন দি মারিয়া। আর্জেন্টিনার সাফল্যে যাঁর এত অবদান, সেই দি মারিয়া কতটুকু সম্মান পান?

আদৌ কি তিনি নিজের প্রাপ্য সম্মানটুকু পান? আর কেউ দি মারিয়াকে সম্মান দিক বা না দিক, আর্জেন্টিনাকে প্রথম বিশ্বকাপ জেতানো কোচ সিজার লুইস মেনোত্তির কাছে তিনি মারিও কেম্পেস, ডিয়েগো ম্যারাডোনা ও লিওনেল মেসির কাতারে।

দি মারিয়া যে শুধু আর্জেন্টিনার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেই গোল করেছেন, তা নয়, ক্লাব ফুটবলেও অনেক বড় ম্যাচেও জ্বলে উঠেছেন তিনি। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ২০১৪ চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল, একই বছর কোপা দেল রের ফাইনালেও গোল করেছেন এই উইঙ্গার।

হয়তো এসব কীর্তি মাথায় রেখেই সুপার দেপোর্তিভো রেডিওতে এক সাক্ষাৎকারে লুইস মেনোত্তি বলেছেন, ‘সে এমন একজন ফুটবলার, যার গ্রেট ফুটবলারদের মতো সম্মান প্রাপ্য। আমি দি মারিয়াকে কেম্পেস, ম্যারাডোনা, মেসির কাতারেই রাখি। আমার কাছে, তার চেয়ে বেশি আর্জে-টাইন ফুটবলকে কেউ প্রতিনিধিত্ব করেনি। যারা ফুটবল বোঝে, তারা দি মারিয়াকে অনেক সম্মান করে। যারা তাকে চেনে, তারা ভালোবাসে। আমার কাছে সে একজন আদর্শ, যাকে সর্বকালের সেরার সঙ্গে তুলনা করা যায়।’

আর্জেন্টিনা ও বার্সেলোনার সাবেক এই কোচ কথা বলেছেন লিওনেল মেসির ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা না খেলা প্রসঙ্গেও। গত জুনে সাতবারের ব্যালন ডি’অর বিজয়ী তারকা মেসি জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে তিনি খেলবেন না। কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, ‘বয়সের কারণে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা আমার জন্য কঠিন। আমি ফুটবল খেলতে ভালোবাসি, যদি খেলাটা আমি উপভোগ করি, শারীরিকভাবে ফিট থাকি, তাহলে চালিয়ে যাব। পরবর্তী বিশ্বকাপ এখনো দেরি আছে।’

তবে এই কোচ বলছেন, মেসির জায়গায় তিনি থাকলে ২০২৬ বিশ্বকাপেও খেলতেন, ‘শারীরিকভাবে, বয়স হিসাব করলে মেসি পরের বিশ্বকাপে খেলতে পারে। সে ফিট, অনুশীলন করে, নিজের যত্ন নেয়। মেসি অনবদ্য, তার কোনো চোট নেই। আমি যদি ৩৬ বছর বয়সী হতাম, তার জায়গায় থাকতাম, আমি ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত খেলতাম। সম্ভবত সে আরেকটু স্বাধীনতা চাচ্ছে।’

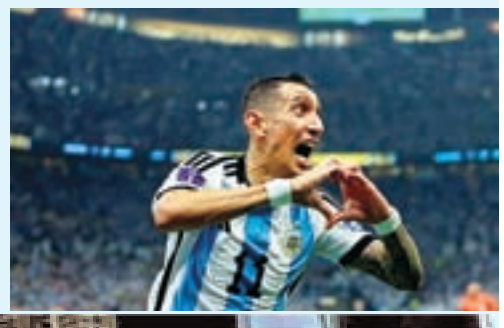

গুগল ও ফেসবুকের সাথে যুদ্ধে জড়াচ্ছে কানাডা, হারের সম্ভাবনাই বেশি

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ মেটা - ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মালিকানা প্রতিষ্ঠান এবং গুগল জানিয়েছে কানাডায় তাদের প্লাটফর্মে তারা স্থানীয় সংবাদ ব্লক করবে। সংবাদ মাধ্যমগুলোকে তাদের কনটেংটের জন্য পয়সা দিতে হবে - কানাডায় এমন একটি আইন পাশের পর এই দুই প্রযুক্তি জায়ান্ট এই হুমকি দিল।

কী দাঁড়াবে পরিস্থিতি এখন?

কানাডার কিবেক অঙ্গরাজ্যের ফরাসী ভাষার মিডিয়া হাউজ লা প্রেসের প্রেসিডেন্ট পিয়ের এলিয়ট লোভাসিওর বলেন ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্টদের সাথে টাকা পয়সা নিয়ে চুক্তির জন্য তিনি বছরের পর বছর চেষ্টা করছেন।

কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন তার প্রতিষ্ঠানের ২২০ জন কর্মী জান প্রাণ দিয়ে যে কনটেন্ট তৈরি করছে তা দিয়ে এইসব প্রযুক্তি কোম্পানি প্রচুর পয়সা বানাচ্ছে।

কিন্তু ন্যায্য পয়সা চাইলে তারা মুখের ওপর না বলে দিচ্ছে, বিবিসিকে তিনি বলেন।

তিনি আশা করছিলেন অনলাইন নিউজ অ্যাক্ট নামের নতুন আইনটি এই অবস্থা বদলে দেবে। ভেবেছিলেন যে মিডিয়ার তৈরি সংবাদ ও অন্যান্য কনটেন্ট প্রচারের জন্য প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো এখন পয়সা দেবে যা তারা ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারবেন।

গুগল এবং মেটাকে লক্ষ্য করে তৈরি এই আইনে বলা হয়েছে এসব প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে এখন থেকে টাকা পয়সা দেওয়া নিয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলোর সাথে বোঝাপড়া করে চুক্তি করতে হবে। যদি দুই পক্ষ কোনো চুক্তিতে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয় - তাহলে দেশের গণমাধ্যম বিষয়ক নিয়ন্ত্রক সংস্থা তাদের মধ্যস্থতায় আপোষমীমাংসা করতে দুপক্ষকে বাধ্য করতে পারবে।

পার্লামেন্টের বাজেটের ওপর নজরদারি করে এমন একটি নিরপেক্ষ সংস্থার হিসাবে এই আইনের ফলে কানাডার সংবাদমাধ্যমগুলো প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বছরে ৩০ কোটি কানাডীয় ডলার (২২.৬ কোটি মার্কিন ডলার) আয় করবে, যা তাদের সংবাদ সংগ্রহ এবং তৈরির খরচের ৩০ শতাংশ মেটাবে।

কিন্তু সেই আশাবাদের ওপর ছাই ঢেলে দিচ্ছে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো।

তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে এমন আইন তারা মানবে না, বরং কানাডার মিডিয়াগুলো সংবাদের লিংক তাদের প্লাটফর্মগুলোতে শেয়ার করলে সেগুলো ব্লক করে দেওয়া হবে।

মেটা, যারা প্রথম থেকেই এমন আইনের বিরোধিতা করছিল বলেছে আগামী কয়েক মাসে তাদের প্লাটফর্মে কানাডার নিউজ সাইটগুলো ব্লক করা শুরু করা হবে।

ইন্টারনেট জায়ান্ট গুগল ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়াতে সংবাদমাধ্যমগুলোর সাথে টাকা পয়সা দেওয়ার চুক্তি করেছে, এবং তারা বলেছে তারা বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এ ধরণের চুক্তির জন্য প্রস্তুত।

তবে কানাডার নতুন এই আইন সম্পর্কে এ সপ্তাহে গুগল হুমকি দিয়েছে যে ছ'মাসের মধ্যে আইনটি যখন কার্যকর করা হবে, তখন তারা তাদের সার্চ ইঞ্জিন থেকে কানাডা থেকে আপলোড করা সংবাদের সমস্ত লিংক ব্লক করে দেবে।

গুগল জানিয়েছে বর্তমানে কানাডার দেড়শরও বেশি সংবাদ মাধ্যমের সাথে তাদের চুক্তি রয়েছে, এবং দাবি করেছে গুগল থেকে পাওয়া ট্রাফিকের কারণে এসব সংবাদ সাইটগুলো বছরে ২৫ কোটি কানাডীয় ডলার আয় করছে।

আমরা আরও করতে চাই, বলেছে গুগল, কিন্তু ওয়েব এবং সার্চ ইঞ্জিনগুলো বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে তার বাইরে গিয়ে আমরা কিছু করতে পারবোনা। কারণ তা টেকসই হবেনা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা তৈরি হবে।

গত মাসে এই আইন পাশের আগে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সংবাদের লিংক ব্লকের এসব হুমকি অগ্রাহ্য করেন।

লা প্রেসের পিয়ের এলিয়ট লোভাসিওর বলেন, টাকা দেওয়ার বদলে স্থানীয় সংবাদ সাইটগুলোতে কানাডীয়দের ঢোকা বন্ধ করে দেয়ার যে হুমকি দিচ্ছে এসব ইন্টারনেট জায়ান্ট সেটাই প্রধান সমস্যা। তারা এখন রীতিমত হুমকিধমকির পথ নিয়েছে। কিন্তু তাদের এই কৌশল কাজ করবে না।

প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো বলছে জবরদস্তি করে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মিডিয়াগুলোকে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু মি. লোভাসিওর বলেন, মিডিয়াগুলো কোনো দয়াদাক্ষিণ্য চাইছে না। আমরা ন্যায্য একটি ব্যবসায়িক চুক্তির জন্য দেনদরবারের সুযোগ চাইছি, তিনি বলেন। একটা কারণেই তারা এটা চায়না কারণ বাজারে তাদের মনোপলি বা একাধিপত্য।

কানাডার সরকার ও প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর এই বিরোধ কোন দিকে মোড় নেয় বিশ্বের বহু দেশেরই নজর থাকবে - কারণ ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত এবং ব্রিটেনসহ অনেক দেশ এ ধরণের আইন প্রণয়নের কথা ভাবছে।

যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া নিয়ে টানাহেঁচড়া চলছে তা এসব প্রযুক্তি কোম্পানির শত শত কোটি ডলার আয়ের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ কিন্তু সাংবাদিকতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ - বলেন মনোপলি বিরোধী গবেষণা সংস্থা ওপেন মার্কেটস ইনস্টিটিউটের অন্তর্গত সেন্টার ফর জার্নালিজম অ্যান্ড লিবার্টির পরিচালক কর্টনি র‍্যাডশ।

সার বিশ্বেই ঐক্যমত্য তৈরি হচ্ছে যে সংবাদ ব্যবহারের জন্য গুগল এবং ফেসবুকের উচিৎ মিডিয়াকে পয়সা দেওয়া, তিনি বলেন। মানুষের বোঝা উচিৎ গণতন্ত্রের মৌলিক স্তম্ভ এই সাংবাদিকতাকে রক্ষা করতে হবে।

এ ব্যাপারে ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়া যে আইন করেছে কানাডার আইনটি তার ভিত্তিতেই তৈরি। অস্ট্রেলিয়াতেও তখন প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো একইরকম আপত্তি তুলেছিল। মেটা তাদের প্লাটফর্মে অস্ট্রেলিয়ান সংবাদের সমস্ত লিংক ব্লক করে দিয়েছিল।

তারপর, আইনে কিছু পরিবর্তন করার পর গুগল ও মেটা অস্ট্রেলিয়ান মিডিয়া হাউজগুলোর সাথে ৩০টিরও বেশি চুক্তি করে যার সর্বমোট মূল্য দাঁড়ায় ১৩০ মিলিয়ন ডলার। ব্যবসায় প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করে অস্ট্রেলিয়ান যে প্রতিষ্ঠান তার তৎকালীন প্রধান রডনি সিমস্ এসব তথ্য দিয়েছেন।

মি. সিমস্ মনে করেন কানাডার ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো একই আচরণ করবে।

তবে মেটার প্লাটফর্ম থেকে এখন সংবাদ সরিয়ে দিতে ইচ্ছুক এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী মার্ক জুকারবার্গ। শুধু ব্যক্তিগতভাবে তৈরি কনটেন্টকে জায়গা দিতেই তিনি আগ্রহী।

ফলে, অনেকে সাবধান করছেন অস্ট্রেলিয়াতে যে বোঝাপড়া হয়েছে কানাডাতে তেমনটা নাও হতে পারে।

কানাডার শীর্ষ একটি মিডিয়া হাউজ গ্লোব এবং মেইল - যাদের সাথে গুগল, মেটা, অ্যাপল এবং আরো কটি কোম্পানির লাইসেন্স চুক্তি রয়েছে - তার প্রধান নির্বাহী ফিলিপ ক্রলি বলেন, নতুন যেসব সার্চ প্রযুক্তি আসছে তা গুগল বা মেটার আধিপত্য ভাঙতে পারছেনা। যেমন, চ্যাটজিপিটির মত চ্যাটবটগুলো শুধু ব্যবহারকারীদের করা প্রশ্নের উত্তর হাজির করতে পারে, কিন্তু কোনো লিংক দিতে পারছে না।

ফলে, তিনি মনে করেন, খবরের জন্য টাকা পয়সা দেওয়া নিয়ে দেনদরবারে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওপর চাপ তৈরি কঠিন হবে। তারা বরঞ্চ তাদের অবস্থান আগের চেয়ে শক্ত করতে পারে।

সময় বদলে গেছে, বলেন মি. ক্রলি যদিও তিনি কানাডায় তৈরি আইনটির সমর্থক। সুতরাং আমি মনে করি অস্ট্রেলিয়ায় যে মডেল কাজ করেছে, কানাডায় তা হয়তো করবে না। তখন সময় ছিল একরকম, এখন আরেক রকম।

গুগল এবং মেটা বলছে অস্ট্রেলিয়ার আইন আর কানাডায় আইনে মৌলিক কিছু তফাৎ আছে। অস্ট্রেলিয়াতে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো সমস্ত মিডিয়ার সাথে চুক্তি করতে বাধ্য নয়। কিন্তু কানাডার আইনে সেই সুযোগ নেই।

গুগল জানিয়েছে আইনটি পাশের আগে তারা সরকারের সাথে তাদের উদ্বেগ আপত্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাদের পাত্তা দেওয়া হয়নি।

নতুন এই আইনের সমালোচক এবং প্রযুক্তি আইনের সুপরিচিত একজন বিশেষজ্ঞ মাইকেল গেইস্ট বলেন মেটার ব্যবসা কৌশলের যে পরিবর্তন হচ্ছে তা কানাডার সরকার ধরতে পারেনি।

মেটা বলছে ২০১৬ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে সংবাদের জন্য তাদের প্লাটফর্মে আসা প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সংখ্যা ৪৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে। এক জরিপে তারা দেখেছে ব্যবহারকারীরা তাদের প্লাটফর্মে কম খবর দেখতে চায়।

সরকার কেন এসব বুঝতে পারছে না? বলেন মি. গেইস্ট। ফেসবুক ভাঁওতা দিচ্ছেনা ... তারা আসলেই আর সংবাদ নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছে না।

গুগল অবশ্য বলেছে তারা আইনি এসব প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চায়। তবে তাতে সময় যাবে, এবং পরিণতিতে বহু সংবাদকক্ষের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়বে।

গ্লোব এবং মেইলের আয়ের দুইতৃতীয়াংশ এখনও তাদের সাবস্ক্রাইবার বা নিয়মিত পাঠকদের কাছ থেকে আসে। গুগল ট্রাফিক থেকে তাদের আয় হয় ৩০ শতাংশ।

কানাডার ফরাসী ভাষার প্রধান একটি সংবাদপত্র ল্য দেভোয়া'র আয়ের ৪০ শতাংশ আসে গুগল ট্রাফিক থেকে। বাকি ৩০ শতাংশ আসে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে।।

কানাডার বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার সাথে মেটার যেসব চুক্তি রয়েছে সেগুলো এখন তারা বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করেছে । তার অর্থ, বিভিন্ন মিডিয়া মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার হারাবে।

মি. লোভাসিউর স্বীকার করেন প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো সত্যিই যদি ব্ল্যাক আউটের পথ নেয়, তাহলে তার লা প্রেসের ওপর চাপ তৈরি হবে। তবে তিনি বলেন, এখনও প্রতিদিন তার ডিজিটাল সাইটে পাঠকের সংখ্যা ১৪ লাখ এবং তারা খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন।

আমরা যখন পত্রিকাটি কাগজে ছাপা বন্ধ করে দিলাম, তখন বিজ্ঞাপন কমতে শুরু করেছিল। কিন্তু এখন আবার বাড়ছে, তিনি বলেন। আমরা তখনও সংকট সামাল দিয়েছি, এবং আমি নিশ্চিত ভবিষ্যতেও পারবো।

টুকরো খবর

আপনি আর্জেন্টিনার জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন ঃ এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে শেখ হাসিনা

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ গত ২০২২ সালে কাতারে অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ বিজয়ী আর্জেন্টিনা দলের গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ ৩ জুলাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎকালে আর্জেন্টিনার এই ফুটবলারের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। আর্জেন্টিনাকে ফুটবল বিশ্বকাপ ট্রফি অর্জনে এমিলিয়ানো মার্টিনেজ বিশেষ অবদান রেখেছেন বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। বলেন, আপনি সেই ব্যক্তি, যিনি আর্জেন্টিনার জন্য গৌরব নিয়ে এসেছেন। আমি আপনার সাফল্য কামনা করি। সাক্ষাৎ শেষে এবিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম। তিনি জানান যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল আর, বাংলাদেশিরা এর প্রতি অনুরাগী। শেখ হাসিনা বলেন, আমার বাবা ও দাদা ফুটবল খেলতেন। ইহসানুল করিম জানান, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ফুটবল ও অন্যান্য খেলার উন্নয়নে তার সরকার বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করছে। ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২-এর গোল্ডেন গ্লাভস বিজয়ী এমিলিয়ানো মার্টিনেজ বাংলাদেশের বিশাল ফ্যানবেস সম্পর্কে জানার পর অভিভূত হন। তিনি বলেন, আমি এখানে এসে খুব খুশি এবং বাংলাদেশিদের মধ্যে ফুটবলের প্রতি আবেগের কথা জেনে আনন্দিত।

কুড়িগ্রামে তিস্তার ভাঙন ঃ নদীগর্ভে বসতবাড়ি, আবাদি জমি

ঢাকা ঃ অব্যাহত বৃষ্টিপাতে বাংলাদেশের কুড়িগ্রামে তিস্তা নদী তীরে ভাঙন দেখা দিয়েছে। ভাঙনে গত ১৫ দিনে কয়েকশ' বিঘা আবাদি জমি, অর্ধ শতাধিক বাড়িঘর এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ কিছু স্থাপনা নদীগর্ভে বিলিন হয়ে গেছে। হুমকিতে রয়েছে আরো দেড় শতাধিক বাড়িঘর। ভাঙন রোধে জল উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) জিও ব্যাগ ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে। আর ভাঙন কবলিত মানুষ বসতবাড়ি রক্ষায় স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন। সরেজমিনে দেখা গেছে, জেলার উলিপুর উপজেলার বজরা পশ্চিমপাড়া গ্রামের ভাঙন কবলিত মানুষ তাদের বাড়িঘর সরিয়ে খোলা আকাশে ফেলে রেখেছে। ঈদের ১০১২ দিন আগে থেকেই এখানে ভাঙন চলছিলো। জিও ব্যাগ ফেলে একটি সরকারি স্কুল রক্ষার চেষ্টা করা হলেও, সেটি নদী গর্ভে চলে গেছে। এসময় ভেঙে গেছে আরও ৪৫ থেকে ৫০টি বসতবাড়ি। সবজি ও পাটখেতসহ কয়েকশত বিঘা আবাদি জমি গ্রাস করেছে নদী। সেই সঙ্গে, নদীতে বিলিন হয়ে গেছে গাছপালা পুকুর। নদী তীরবর্তী শহিদুর ইসলাম (৫৬) জানান, ভাঙনে বজরা পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আর রক্ষা করা যায়নি। সেই সঙ্গে ঠিকানা হারিয়েছে অর্ধ শতাধিক পরিবার। আরো দেড় শতাধিক বসতবাড়ি ভাঙনের হুমকীতে রয়েছে। এছাড়া ভাঙন আতঙ্কে রয়েছে ৬ থেকে ৭শ' পরিবার। সত্তোর্ধ্ব আব্দুল খালেক জানান, এই নিয়ে ১২বার আমার বসতবাড়ি নদীভাঙনের কবলে পড়েছে। নদীতেই আমাদের সমস্ত জমিজমা পরে আছে। আমরা বাধ্য হয়ে রাস্তার মধ্যে জিনিসপত্র রেখেছি। এখন আমারা কোথায় যাবো, কি করবো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। ভাঙন কবলিত নুর আলম (৬০) জানান, গতকাল (২ জুলাই) জল উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) থেকে লোকজন এসে ১৮০ মিটার খোলা জায়গায় জিও ব্যাগ ফেলবে বলে জানিয়েছে। জিও ব্যাগ ফেলে কোন কিছু রক্ষা করা যাচ্ছে না। আমরা ত্রাণ টাকা পয়সা কিছুই চাই না। আমরা তিস্তা নদীতে স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধের কার্যক্রম চাই। কুড়িগ্রাম জল উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, বৃষ্টির কারণে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক জায়গায় ভাঙন হচ্ছে। আমরা সার্বক্ষণিকভাবে নজর রেখেছি। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, লোকায়লয় ভাঙনের কবলে পরলে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করি। পশ্চিম বজরায় আমরা জিও ব্যাগ ফেলার কার্যক্রম শুরু করেছি ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ডেমরা বাধ (ডিএনডি বাধ) এলাকায় কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতা জটিল আকার ধারণ করেছে। ডিএনডির জলাবদ্ধতার স্থায়ী নিরসনে প্রায় ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকার মেগা প্রকল্প চলছে। এ প্রকল্পে আদৌ কোনো সমাধান হবে কিনা বা কতদিনে হবে এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন এলাকাবসী। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আমরা এখন জলের মধ্যে কারাবাস করছি। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে এভাবে জলের কারাগারে থাকতে হয় আমাদের। ডিএনডি এলাকার বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট ডুবে থাকায় পয়ঃনিস্কাশনের জল এসে মিশেছে আবদ্ধ জলের সঙ্গে। একারনে, দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। আর দেখা দিয়েছে ঠাণ্ডা, জ্বর, ডায়রিয়া, চর্মরোগ, আমাশয়সহ জলবাহিত নানা রোগ। ডিএনডি প্রকল্পের এক কর্মকর্তা বলেন, প্রকল্পের আওতাধীন ডিএনডির নিজস্ব জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ৩০-৪০টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা রয়েছে। পাশাপাশি তিতাস, ডিপিডিসিসহ (ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড) বিভিন্ন সরকারি সংস্থার ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনগুলোও সরানো হয়নি। এতে আমরা অনেক স্থানেই কাজ করতে পারছি না। তিনি আরো বলেন, জল নিস্কাশনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো নিস্কাশনের শাখা খালগুলো সংস্কার করার পর আবার ময়লা আবর্জনা ফেলে ভরে ফেলা হয়েছে। অনেক স্থানে আমরা খাল পুনরুদ্ধার করেছি, নতুন খাল খনন করেছি। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সেগুলো আবার ময়লা দিয়ে স্থানীয় লোকজন ভরে ফেলেন এদিকে, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অংশে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। ৩ জুলাই বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর নিয়মিত বুলেটিনে জানিয়েছে যে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক জায়গায় এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।এছাড়া, দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলেছে যে মৌসুমি বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এছাড়া, মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সক্রিয় এবং দেশের অন্যত্র মোটামুটি সক্রিয়। এটি বায়ু উত্তর বঙ্গোপসাগরেও সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। এ কারণে বৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
05:07:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

হঠাৎ পণ্যের দাম বৃদ্ধি, আবার আমদানি হতেই মূল্যপতন- কী বার্তা দেয়?

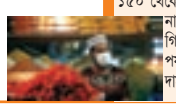

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ভারত থেকে আমদানি করা কাঁচালংকার ট্রাক বাংলাদেশের সীমান্তে ঢোকার সাথে সাথে বিভিন্ন পাইকারি ও খুচরা বাজারে পণ্যটির ব্যাপক দরপতন শুরু হয়েছে। দুদিন আগেও যেখানে এক হাজার টাকা কেজিতে কাঁচা লংকা বিক্রি হয়েছে। সেটি এখন প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১৫০ থেকে ২০০ টাকায়। রবিবার বিকেল থেকে আমদানির ট্রাক পৌঁছতেই দাম ঘণ্টায় ঘণ্টায় নামতে থাকে। সামনে দাম আরও কমবে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। একই চিত্র দেখা গিয়েছিল গত রমজান মাসে পেঁয়াজের বাজারে। মার্চের শুরুতে দেশের বাজারে খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি পেঁয়াজ যেখানে বিক্রি হয়েছিল ৩০-৪০ টাকায়। মার্চের শেষে সেই দাম ধাপে ধাপে বাড়তে বাড়তে প্রতি কেজি ১০০ টাকা ছাড়িয়ে যায়।

ফিলিস্তিনের জেনিনে ইসরায়েলের ব্যাপক ড্রোন হামলা, হাজার হাজার সৈন্য মোতায়েন

ইসরায়েল (এজেন্সী) ঃ অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেনিন শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি বাহিনীর এক বড় আকারের সামরিক অভিযানে এ পর্যন্ত ৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, বলছেন ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা। আহতের সংখ্যা ৫০-এরও বেশি।

জেনিনে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর চলমান অভিযানের প্রতিবাদে দখলকৃত পশ্চিমতীরে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। পশ্চিম তীরের দোকানপাট ও অফিস বন্ধ রয়েছে। এছাড়া গ্রীষ্মকালীন ছুটির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই বন্ধ রয়েছে।

প্রায় ১৪,০০০ ফিলিস্তিনির বাসস্থান এই জেনিন ক্যাম্পটির ওপর ব্যাপক ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী এবং এর পর হাজার হাজার সৈন্য পাঠিয়েছে - যার ফলে এখন রাস্তায় রাস্তায় বন্দুকযুদ্ধ হচ্ছে।

ফিলিস্তিন রেডক্রসের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, জেনিন শরনার্থী শিবির থেকে এখনো পর্যন্ত তিন হাজার ফিলিস্তিনিকে স্থানীয় হাসপাতালে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ এবং প্রবীণ।

ইসরায়েলের ভাষ্য হচ্ছে, এই অভিযানের মাধ্যমে 'সন্ত্রাসীদের আস্তানা' নিশানা করা হচ্ছে। তবে ফিলিস্তিনের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, তাদের নিরস্ত্র মানুষের উপর আবারো নতুন করে যুদ্ধাপরাধ করছে ইসরায়েল।

জাতিসংঘ বলছে, জেনিন শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানের প্রভাব নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। অভিযানের কারণে শরণার্থী শিবিরের বড় এলাকাজুড়ে পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। এজন্য যারা ক্যাম্প ছেড়ে চলে যেতে চাইছে তারা ঘর থেকে বের হতে পারছে না বলে জাতিসংঘের বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

ইসরায়েলি বাহিনী এবং সশস্ত্র গোষ্ঠীদের সাথে ব্যাপক 'গুলি বিনিময়' হয়েছে।

জেনিনে হামলার প্রতিবাদে ফিলিস্তিনিরা গাজায় গাড়ির টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করে।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলছে তারা জেনিন এলাকায় 'সন্ত্রাসী অবকাঠামোর' ওপর আঘাত হানছে এবং ২০ জন ফিলিস্তিনিকে আটক করা হয়েছে। কিন্তু ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহামেদ শেতায়েহ বলেছেন, ইসরায়েল ক্যাম্পটি ধ্বংস করে এখানকার বাসিন্দাদের বাস্তুচ্যুত করার চেষ্টা করছে। জেনিনের বৃহৎ শরণার্থী শিবিরটির কেন্দ্রস্থলে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ওপর ড্রোন হামলা হয়েছে।

সেখান থেকে বিবিসির ইয়োলান্দে নেল জানাচ্ছেন, গত কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় আক্রমণগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। তিনি জানান, নিয়মিত বিরতিতে জোরালো বিস্ফোরণ ও গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আরো শোনা যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন ও উড়ন্ত ড্রোনের আওয়াজ।

ইসরায়েলি বাহিনী এ পর্যন্ত সাত জন ফিলিস্তিনি নিহত হবার কথা বলেছে। ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলি কোহেন বলেছেন, তাদের লক্ষ্যবস্তু সাধারণ ফিলিস্তিনিরা নয় বরং জেনিনে এবং শরণার্থী শিবিরে অবস্থানরত জঙ্গি গ্রুপগুলো যারা তার ভাষায় ইরানের পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে।

ফিলিস্তিনি নেতৃত্বের এক জরুরি বৈঠক ডেকেছেন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

জেনিনের কিছু রাস্তায় ফিলিস্তিনিরা টায়ার পুড়িয়ে ইসরায়েলি অভিযানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে। ইসরায়েলি সামরিক জীপের দিকে তরুণ ফিলিস্তিনিরা পাথর ছুঁড়লেই সৈন্যরা পাল্টা গুলি করছে।

ইয়োলান্দে নেল জানাচ্ছেন, প্রচণ্ড বন্দুক যুদ্ধের মধ্যে জেনিন ব্রিগেড নামে একটি ফিলিস্তিনি গ্রুপ জানিয়েছে, তারা তাদের শেষ নিঃশ্বাস ও বুলেট থাকা পর্যন্ত লড়াই করে যাবে।

কয়েকটি ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গ্রুপ মিলে এই জেনিন ব্রিগেড গঠিত বলে জানা যায়।

গত এক বছরের মধ্যে জেনিনের শরণার্থী শিবিরের ওপর একাধিক ইসরায়েলি সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে, এবং ইসরায়েলিদের লক্ষ্য করে বেশ কিছু গুলিবর্ষণের ঘটনাও ঘটেছে।

ফিলিস্তিনিদের দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময় এই এলাকাটিতে ব্যাপক গোলযোগ হয়।

২০০২ সালের এপ্রিলে ইসরায়েলি বাহিনী এখানে এক পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান চালায় যাতে কমপক্ষে ৫২ জন ফিলিস্তিনি এবং এবং ২৩ জন ইসরায়েলি সৈন্য নিহত হয়।

মস্কোতে ড্রোন হামলা, আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল ব্যাহত

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে মস্কোতে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার কারণে ভিনুকোভা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান চলাচল ব্যাহত হয়, এবং বিদেশ থেকে আসা বেশ কিছু বিমানকে অন্য বিমানবন্দরে অবতরণ করতে হয়েছে।

ভিনুকোভা বিমানবন্দর মস্কোর তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একটি।

মঙ্গলবারের হামলায় পাঁচটি ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে। ভিনুকোভা বিমানবন্দর ছাড়াও মস্কোর আশেপাশের আরও কয়েকটি অবকাঠামো এই হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে সবগুলো ড্রোনই আকাশে ধ্বংস করা হয়েছে, এবং কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি ।

ইউক্রেন অবশ্য এখনও এই হামলার দায় স্বীকার করেনি।

ভিনুকোভা বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামার ওপর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে তার আগে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিমানকে অন্য বিমানবন্দরে অবতরণ করতে বলা হয়। এসব বিমানের মধ্যে তুরস্ক, ইউএই এবং মিশর থেকে আসা বিমান ছিল।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, মস্কো অঞ্চলে চারটি ড্রোন গুলি করে নামানো হয়। অন্যটি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় অকেজো করা হলে সেটি বিধ্বস্ত হয়।

এই হামলা কিয়েভের শাসকদের আরেকটি সন্ত্রাসী কাজ, কারণ তারা এমন জায়গা টার্গেট করেছে যেটি বিমানবন্দরের মত একটি বেসামরিক অবকাঠামো যেখানে বিদেশি বিমান ওঠানামা করে,টেলিগ্রাম চ্যানেলে এক পোস্টে লিখেছেন রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা।

রুশ সরকারি মিডিয়া বলছে, একটি ড্রোন বিধ্বস্ত হয় কুবিনকা শহরে যেটি ভিনুকোভা বিমানবন্দরের ৩৬কিমি দূরে।

আরেকটি ড্রোন ভিনুকোভা বিমানবন্দরের কাছে ভালুয়েভা নামে একটি গ্রামে গুলি করে ধ্বংস করা হয়। বিবিসি নিরপেক্ষ সূত্র থেকে এসব খবর যাচাই করার চেষ্টা করছে।

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর মস্কোতে ড্রোন হামলা অবশ্য এটাই প্রথম নয়। মে মাসে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় আটটি ড্রোনের কারণে অল্প ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেটাই ছিল গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরুর পর রাশিয়ার রাজধানী লক্ষ্য করে প্রথম হামলা। তার আগে ক্রেমলিনের ওপর একটি ড্রোন হামলার জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করে রাশিয়া ।

তবে কিয়েভ ঐ দুটো ঘটনারই দায় অস্বীকার করে। ওদিকে সোমবার ইউক্রেনের উত্তরাঞ্চলীয় শহর সুমিতে রুশ ড্রোন হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে তিন। আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে।

রোহিঙ্গা ও ক্ষতিগ্রস্ত স্বাগতিক সম্প্রদায়ের জন্য যুক্তরাজ্যের মানবিক সহায়তা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য যুক্তরাজ্য আরো ১ কোটি ১৬ লাখ পাউন্ড (প্রায় ১৬০ কোটি টাকা) মানবিক সহায়তা দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের এই নতুন সহায়তা প্যাকেজ, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের খাদ্য, পানি ও স্যানিটেশন এবং শরণার্থী ও প্রতিবেশি স্বাগতিক সম্প্রদায়কে শিশু সুরক্ষা সেবা প্রদান করবে। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের সম্প্রদায়ের সদস্যরাও এ সহায়তা পাবে।বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক তার প্রথম কক্সবাজার সফরে যুক্তরাজ্যের এই সহায়তার ঘোষণা দেন। হাইকমিশনার বলেন, যুক্তরাজ্য রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং বাংলাদেশে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সকল সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়েছে। সারা বাংলাদেশে মানবিক প্রয়োজনে সাড়া দেয়ার জন্য, যুক্তরাষ্ট্র ১ কোটি ১৬ লাখ পাউন্ডের এই নতুন সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করতে পেরে আমি আনন্দিত। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অব্যাহতভাবে আতিথ্য দেয়ার জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান হাইকমিশনার। বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধান খুঁজতে সরকারকে সমর্থন দিতে যুক্তরাজ্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। হাইকমিশনার সারাহ কুক বলেন, সহায়তার এই নতুন প্যাকেজ সারাদেশের বাংলাদেশি সম্প্রদায়কে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব মোকাবেলায় সাড়া দিতে সাহায্য করবে। এই সহায়তা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করবে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি), জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ।

দু'মাস পরেও অগ্নিগর্ভ মণিপুর, মুখ্যমন্ত্রীর 'ইস্তফা' ঘিরে নাটক

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) ঃ ঠিক দু'মাস আগে গত ৩রা মে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরে যে রক্তাক্ত জাতিসংঘাত শুরু হয়েছিল তা এখনও থামার কোনও লক্ষণ নেই। রাজ্যে ৩৬ হাজার সেনা ও আধাসেনা মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও গত দু'মাসে মোট প্রাণহানির সংখ্যা অন্তত ১৩৮-এ গিয়ে ঠেকেছে।

শুধুমাত্র গত চব্বিশ ঘন্টাতেই রাজ্যে সহিংসতায় আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে একজনকে শিরশ্ছেদ করে মেরে ফেলা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এর মধ্যে শুধু একটিই আশার খবর, রাজ্যের দুটি কুকি বিদ্রোহী গোষ্ঠী গত দু'মাস ধরে কাংপোকপি জেলায় যে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রেখেছিল তা তারা তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থতার জন্য অনেকেই যার দিকে আঙুল তুলছেন, সেই মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের কথিত ইস্তফা ঘিরেও এর মধ্যে রীতিমতো নাটকীয় কান্ডকারখানা ঘটে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী একটি বার্তা সংস্থাকে জানিয়েছেন, ইস্তফা দেয়ার জন্য মনস্থির করে তিনি যখন রাজভবন অভিমুখে রওনা দিচ্ছেন, তখন সমর্থকরা ঘিরে ধরে তাঁকে বাধা দিলে তিনি মত পরিবর্তন করেন। গত শুক্রবার তিনি টুইটারে ঘোষণাও করেছেন, এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে আমি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়াবো না, এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই।

ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতেও একটি ছেঁড়া চিঠির ছবি ভাইরাল হয়েছে, যেটিকে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের লেখা ইস্তফাপত্র বলে দাবি করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় অবশ্য সেটির সত্যতা নিশ্চিত করেনি।

এদিকে আজ দিল্লিতে মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে এক শুনানিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে সলিসিটর তুষার মেহতা দাবি করেছেন, মণিপুরের পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে, তবে খুব ধীরে ধীরে। রাজ্যে সহিংসতার সবশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে 'আপডেটেড স্ট্যাটাস রিপোর্ট' জমা দেওয়ার জন্যও মণিপুর সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১০ই জুলাই।

মণিপুরে জনসংখ্যার প্রায় ৫৩ শতাংশ মেইতেই জাতিগোষ্ঠীর লোক, তারা মূলত সমতল ইম্ফল উপত্যকার বাসিন্দা ও ধর্মীয় বিশ্বাসে হিন্দু।

অন্য দিকে রাজ্যের প্রায় ৪০ শতাংশ লোক নাগা-কুকি জাতিগোষ্ঠীর, যাদের বসবাস মণিপুরের পাহাড়ি জেলাগুলোতে। তাদের বেশির ভাগই খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী।

এই দুই গোষ্ঠীর অধিকারের লড়াইতে এ পর্যন্ত শতাধিক লোক নিহত হয়েছেন, হাজার হাজার মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন, শত শত দোকানপাট, গাড়িঘোড়া ও বসতবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রবিবারের যে পাল্টাপাল্টি হামলায় মোট চারজনের মৃত্যু হয়েছে, সেটাও ছিল দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াইয়ের জেরে।

সরকারি কর্মকর্তারা জানান, মেইতেই অধ্যুষিত বিষ্ণুপুর জেলার খুইজুমান টাবি গ্রামে 'পাহাড়ের দিক থেকে চালানো গুলিতে' গ্রামের তিনজন মেইতেই স্বেচ্ছাসেবী নিহত হন।

'পাহাড়ের দিক থেকে' বলতে তারা বোঝাতে চেয়েছেন পার্শ্ববর্তী চূড়াচাঁদপুর জেলার কথা, যেখানে আবার কুকিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এর আগে রবিবার ভোররাতে চূড়াচাঁদপুরের ল্যাংজা ও চিংল্যাংমেই নামে দুটো গ্রামে হামলা হয়েছিল, তখনই একজন কুকি ব্যক্তির মাথা ধড় থেকে আলাদা করে দেয়া হয় এবং তিরিশটিরও বেশি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

ইন্ডিজেনাস ট্রাইবাল লিডার্স ফোরাম (আইটিএলএফ) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ডেবিড হমার নামে ওই ব্যক্তির মাথাটা একটা বেড়ার ওপর লটকে রাখা হয়, আর বাকি দেহটা তারা ছুঁড়ে ফেলে দেয় একটি পোড়া বাড়ির ভেতর।

ওই হামলার 'বদলা' নিতেই যে খুইজুমান টাবি গ্রামে গুলি চালানো হয়েছিল, পুলিশ ও প্রশাসন তা স্বীকার করে নিচ্ছে। এবং এই ধরনের 'হিসেব চোকানোর হামলা' মণিপুরে একটার পর একটা ঘটেই চলেছে।

এরই মধ্যে কুকি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (কেএনও) ও ইউনাইটেড পিপলস ফ্রন্ট (ইউপিএফ) নামে কুকিদের দুটি বড় সংগঠন জাতীয় সড়কে তাদের অবরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়াতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ আবার শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই কুকি সংগঠনদুটো এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর আবেদনে সাড়া দিয়েই তারা অবরোধ তুলে নিয়েছেন।

মণিপুরে এই সঙ্কট শুরু হওয়ার পর থেকেই বিরোধীরা বারে বারে অভিযোগ করছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা এন বীরেন সিং হিংসা থামাতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন।

এন বীরেন সিংকে বরখাস্ত করে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন দাবিরও জানিয়েছেন অনেকে। কুকি গোষ্ঠীগুলোও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়েছে, কারণ তাদের মতে এন বীরেন সিং নিজে একজন মেইতেই বলে তার প্রশাসন মেইতেইদের প্রতি পক্ষপাত দেখাচ্ছে। এই প্রবল চাপের মুখেও মুখ্যমন্ত্রী নিজে কিন্তু পদত্যাগ করবেন বলে এতদিন কোনও ইঙ্গিত দেননি। কিন্তু গত শুক্রবার ইম্ফলে হঠাৎ খবর রটে যায়, মুখ্যমন্ত্রী না কি রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগপত্র দিতে যাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে শত শত সমর্থক তাঁর বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে যায়। তারা তাঁকে ঘিরে ধরে দাবি জানাতে থাকে পদত্যাগ করা চলবে না। মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে তাদের সঙ্গে কথাও বলেন।

একটা পর্যায়ে সমর্থকরা তাঁর হাত থেকে পদত্যাগপত্র ছিনিয়ে নিয়ে প্রকাশ্যেই সেটি ছিঁড়ে ফেলেন। এই পুরো ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভাইরাল হয়েছে।

পরে সেদিন বিকেলেই মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে জানান, তিনি পদত্যাগ করছেন না। যুক্তি দেন, এই 'গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে' সেটা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে না।

পরে বার্তা সংস্থা এএনআই কে সাক্ষাৎকার দিয়েও তিনি দাবি করেন, বাড়ি থেকে বেরোতেই যেভাবে হাজার হাজার মানুষ আমাকে ঘিরে ধরে তাদের আস্থা জানালেন, তাতেই আমি বুঝলাম মানুষ আমার সঙ্গেই আছে। তারা বললেই আমি ইস্তফা দেব, না বললে দেব না!

মুখ্যমন্ত্রীর 'ছিঁড়ে ফেলা পদত্যাগপত্র'র ছবিও ফেসবুক টুইটার হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে পড়েছে, যা নিয়ে অনেকে আবার ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেও ছাড়ছেন না। বিরোধীরা আবার পুরো ঘটনাটিকে সাজানো নাটক বলেই বর্ণনা করছেন।